চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 77 Thursday, 16 February, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা ✱ ৩ ফাল্গুন, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বিধানসভায় বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রীর

৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা, লক্ষ্মীর ভান্ডার ১০০০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ৩ শতাংশ ডিএ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা, বিধায়ক তহবিলে ১০ লক্ষ বরাদ্দ বাজেটে ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। মার্চ মাস থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে তিন শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পাবেন। রাজ্য বাজেটে বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভায় তিনি বলেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে সকল কর্মচারী, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী, সমস্ত পেনশনভোগীরা ৩ শতাংশ ডিএ, মহার্ঘ ভাতা লাগু করা হবে। আগামী মার্চ থেকে তা লাগু হবে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আগামী অর্থবর্ষের জন্য ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৬২ কোটি নিট বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।’’ গ্রামবাংলায় নতুন সড়ক নির্মাণ ও পুরনো রাস্তা সংস্কারের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণা হল রাজ্য বাজেটে। সেখানে রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রকল্পে যেমন নতুন রাস্তা নির্মাণ হবে, তেমন পুরনো রাস্তারও সংস্কার হবে। মোট ১১ হাজার ৫০০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রিমা। পঞ্চায়েত ভোট সামনেই। তার আগে গ্রামীণ এলাকার সড়ক সংস্কার একপ্রকার অনিবার্যই ছিল। বাজেটে সেই কাজের জন্য বড় অঙ্ক বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হল। রাজ্য বাজেটে বিধায়ক তহবিলের বাসরিক বরাদ্দ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হল। বিধায়কদের নিজেদের এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বর্তমানে বছরে ৬০ লাখ করে বরাদ্দ করা হয়। এবার তা বাড়িয়ে

বছরে ৭০ লাখ টাকা করার কথা জানালেন রাজ্যের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আগামী অর্থবর্ষ থেকেই এই নতুন বরাদ্দ কার্যকর হবে। এর জন্য রাজ্য বাজেটে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী জানান, বিধায়কদের নিজেদের এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই এই তহবিলের বরাদ্দ বাড়ানো হল। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এই বরাদ্দ বাড়ানোর ফলে আগামী দিনে বিধায়করা নিজেদের এলাকার উন্নয়নের কাজে আরও গতি আনতে পারবেন। এদিন বিধানসভায় বাংলার যুব সমাজের জন্য নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করলেন তিনি। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সি যুবক-যুবতীদের জন্য কম সুদে ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। প্রকল্পের নাম ‘ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড’। এই প্রকল্পের মাধ্যেমে ৫ লাখ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থাকে আর্থিক ঋণ নিতে পারবেন যুবক-যুবতীরা। বাজেটে উল্লেখ করা হযেছে, এই প্রকল্পের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে কীভাবে সুবিধা পাবেন যুবক-যুবতীরা? বাজেটে বলা হয়েছে, ২ লক্ষ যুবক-যুবতী এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। ব্যাঙ্ক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ পাবেন তাঁরা। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেবে। শুধু তাই নয়, ১৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যারান্টিও প্রদান করবে সরকার। বাংলার যুব সমাজ যাতে বেকার না থাকে তাই এই প্রকল্প আনা হয়েছে বলে জানানো হয় সরকারের তরফ থেকে। বাজেটে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। ডেউচা-পাঁচামিতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা লগ্নির ঘোষণা করন চন্দ্রিমা। চাকরি হতে পারে লক্ষাধিক যুবক-যুবতীর। এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সবাই পাবেন হাজার টাকা। মহিলাদের জন্য নয়া ঘোষণা হল রাজ্য বাজেটে। বুধবার বিধানসভায় আগামী অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, ‘‘৬০ বছর পরেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প বন্ধ হবে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকরা ৬০ পেরলেই প্রতিমাসে ১ হাজার ভাতা পাবেন।’’ রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম সফল প্রকল্প হল ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলারা মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা পেয়ে থাকেন। তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলারা ১০০০ টাকা করে পান। কিন্তু ৫৯ বছর বয়সি পর্যন্ত মহিলারাই এই সুবিধা পেতেন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে অর্থমন্ত্রী জানান, ‘‘রাজ্যের ১.৮৮ কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। ৬০ বছর পরেও যাতে মহিলাদের ভাতা বন্ধ না হয় সেই লক্ষ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রাপকদের সোজাসুজি বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে আসবেন। প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা পেনশন পাবেন তাঁরা।’’

বিবিসির অফিসে আয়কর হানা নিয়ে গর্জে উঠলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বিবিসি-র দিল্লি ও মুম্বইয়ের অফিসে আয়কর হানার ঘটনায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় নিজের চেম্বারে সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আমি স্ট্রংলি কনডেম করছি। যদি বেআইনি কিছু থাকে তাহলে তো তাদের চিঠি দিয়ে জানতে চাইতে পারত। আমি তো মনে করি না বিবিসি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করেছে।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এটা রাজনৈতির প্রতিহিংসা। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থী।’’ তাঁর কথায়, ‘‘মিডিয়া যদি ওদের বিরুদ্ধে একটাও খবর করে, তাহলে ওরা পরের দিনই তার চাকরি খেয়ে নেয়। ওরা ওদের দু’মুখো নীতি লুকোতে পারবে না।’’ ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী ‘ওরা’ বলতে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়েছেন। মমতা এদিন নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘‘এরা চেসেস্কু, হিটলারের থেকেও বড় একনায়ক। কে কী করেছে আমি জানি না। কিন্তু বিবিসি স্বানামধন্য প্রতিষ্ঠান। একটা সময়ে আমরা সবার আগে বিবিসির থেকেই সব খবর পেতাম। কিন্তু এটা যা চলছে তা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘দেশে এরা আর সংবাদমাধ্যম বলে কিছু থাকতে দেবে না। এখন দেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র বিচারব্যবস্থাই।’ প্রসঙ্গত, বিবিসি-র দিল্লি ও মুম্বইয়ের অফিসে আয়কর হানার ঘটনা নিয়ে একাধিক বিরোধী দল মুখ খুলেছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘‘এটা বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধির পরিচয়।’’ ‘বিবিসি’ অফিসে আয়কর হানা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব প্রমুখ।

বিধানসভায় ঢুকে গেলেন ভুয়ো বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভুয়ো পুলিশ আধিকারিক, ভুয়ো চিকিৎসক, ভুয়ো সিবিআই অফিসারের খবর আগে মিলেছিল। তাই বলে এবার ভুয়ো বিধায়ক? বিধানসভায় বাজেট পেশের দিন এ ছবিই দেখা গেল কলকাতায়। চোখে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট-জ্যাকেট। সূত্রের খবর, বিধায়ক পরিচয় দিয়ে এদিন বিধানসভায় ঢুকে পড়েন এই ব্যক্তি। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। তা দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। সূত্রের খবর, পুলিশের কাছে নিজেকে গজানন শর্মা (৬৩) বলে পরিচয় দেন ওই ব্যক্তি। তিনি মধ্য হাওড়ার বিধায়ক বলেও দাবি করেন। তবে তাঁকে জেরা করার সময়েই তাঁর বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি দেখতে পান পুলিশ কর্তারা। চাওয়া হয় আইডি কার্ড। তবে কোনও আইডি কার্ডই পুলিশকে দেখাতে পারেননি ওই ব্যক্তি। এরপরই আটক করা হয় তাঁকে। যদিও ধৃত ব্যক্তির দাবি তিনি নাকি খোদ রাজ্যপালের নির্দেশেই বিধানসভায় ঢুকেছিলেন। এখানে ঢোকার অনুমতিও রয়েছে তাঁর কাছে। এদিকে যে সময় এ ঘটনা ঘটেছে তখন বিধানসভায় বাজেট পেশ করা হচ্ছে। সে সময় এ ঘটনা ঘটায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা বিধানসভা চত্বরে। তাঁর কোনও অসত উদ্দেশ্য আছে কি না তা জানার চেষ্টা করেন হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ কর্তারা। তবে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের দাবি, মানসিক সমস্যা রয়েছে ওই ব্যক্তির। ২০২০ সালে তাঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যু হয়। ২০২১ সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বর্তমানে তাঁর পুত্রবধূর কাছে থাকেন ওই প্রৌঢ়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ গোটা ঘটনায় কোনও ষড়যন্ত্রের হদিশ পায়নি। তবে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েও নিজেকে বিধায়ক বলেই দাবি করেন ওই ব্যক্তি। বলেন, ‘‘আমি মধ্য হাওড়ার বিধায়ক। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নির্দেশেই আমি এসেছি আজ বিধানসভায়। ওনাকে জিজ্ঞেস করলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার ভিতরে যাওয়ার অনুমতি আছে। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেও বুঝতে পারবেন।’’

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বয়কট শুভেন্দুর, নালিশ জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বৈঠকের টেবিলে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ২৫ নভেম্বরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল না বুধবার। রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের বৈঠকে যোগই দিলেন না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও, তাঁকে বাদ দিয়েই সংক্ষিপ্ত আকারে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে হয় এদিনের বৈঠক। রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন ডিজিপি শ্রী বীরেন্দ্র। এদিকে বীরেন্দ্রর নির্বাচন ও নিয়োগকে অবৈধ বলে দাবি করে নিয়োগে অনুমোদন না দেওয়ার জন্য রাজ্যপালের কাছে দাবি জানান শুভেন্দু। প্রায় ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে খালি পড়ে ছিল রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের পদ। এই বছরে ওই পদের জন্য ১৫টি আবেদন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৫ জনের আবেদন তাঁদের বয়সের কারণে বাতিল করা হয়। দেওয়ার জন্য গত ৩ ফেব্রয়ারি, রাজ্য সরকারের তরফে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারিকে সরকারি ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এদিন বৈঠকে যোগ না দেওয়ার কারণ জানিয়ে ট্যুইট করার পাশাপাশি, গোপালিকাকেও চিঠি পাঠান শুভেন্দু। চিঠিতে শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, মুখ্য তথ্য কমিশনার নির্বাচন ও নিয়োগের জন্য আবেদন চেয়ে সরকারের দেওয়া বিজ্ঞাপন নিয়ম মেনে করা হয়নি। সেই কারণেই, তাঁর আশঙ্কা, কোনও পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থীকেই ওই পদে বসাতে চলেছে রাজ্য। তাই, এদিনের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না তিনি। গত বছর জুন মাসে রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে এই পদ শূন্য ছিল। কমিশনের সদস্য রাজ কানোজিয়া ও নবীন প্রকাশরা কমিশনের কাজ চালাচ্ছিলেন। আজ

বাকি ১০ জনের প্রার্থী তালিকা থেকে প্রাক্তন ডিজিপি বীরেন্দ্রকে রাজ্যের তথ্য কমিশনের হিসাবে আজ নির্বাচন করা হল আজ। আজ, বুধবার বিধানসভায় অধ্যক্ষ্যের ঘরে, বেলা ১২টা এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, বিরোধী দলনেতা বৈঠক বয়কট করায় স্পিকারের দফতরের বদলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরেই এই বৈঠক হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই ট্যুইট করে ওই বৈঠক বয়কট করার কথা জানিয়ে দেন শুভেন্দু। প্রথা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নির্বাচন ও নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা। সেই প্রথা অনুযায়ী, বৈঠকে যোগ মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ায় শূন্যপদের সমস্যা আপাতত কাটল। তবে, এই নির্বাচন ও নিয়োগের বিরোধিতা করে বিরোধী দলনেতার বৈঠক বাতিল করায় নির্বাচন ও নিয়োগের বিষয়টি মসৃণ হল না। ২০২১-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জেতার পর, শাসক ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভাব দেখা গিয়েছে। সম্ভবত, সে কথা মাথায় রেখেই লোকায়ুক্ত, মানবাধিকার কমিশনের,তথ্য কমিশনারের মত সাংবিধানিক পদের মেয়াদ বাড়ানোর কথা ভাবছে রাজ্য। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি অধিবেশনেই এই লক্ষ্যে বিল আনতে পারে রাজ্য সরকার।

সাতসকালেই দুর্ঘটনার মুখে গোদাবরী এক্সপ্রেস

হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে গোদাবরী এক্সপ্রেস। বিশাখাপত্তনম থেকে সেকেন্দ্রাবাদ যাওয়ার পথে লাইনচ্যুত হল ট্রেন। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গোদাবরী এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনের ৬টি বগি। জানা গিয়েছে, তেলঙ্গানার বিবিনগর থেকে ঘাটকেসার যাওয়ার মাঝে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। বগি থেকে সমস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভোরের এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। তারা ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়। ঘণ্টাখানেক পরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে ভয়ঙ্কর শব্দে ঘুম ভাঙে গোদাবরী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা ট্রেন। যাত্রীরা উকি মেরে দেখেন, লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে ট্রেনের ৬টি বগি। বিশাখাপত্তনম থেকে সেকেন্দ্রাবাদগামী গোদাবরী এক্সপ্রেস তেলঙ্গানার বিবিনগর থেকে ঘাটকেসার যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। হঠাৎই লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনের ছয়টি বগি।

৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা মামলা থেকে বাঁচতে

বাজেটের পর মমতার ‘চিরকুটকে’ কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমা যখন বাজেট বক্তৃতার মাঝখানে তখন দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিরকুট এগিয়ে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। অরূপ বিশ্বাস সেই চিরকুট বাড়িয়ে দেন চন্দ্রিমার দিকে। তারপরেই অর্থমন্ত্রী রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেন। এভাবে ডিএ ঘোষণা ও সামগ্রিক ভাবে বাজেট নিয়ে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘১৫ মার্চ ডিএ মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তা থেকে বাঁচতেই এই ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছে সরকার। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই।’’ শুভেন্দুর কথায়, ‘‘২০১৫ সাল থেকে যে বকেয়া ডিএ আছে তা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। বকেয়া ডিএ-এর টাকা একসঙ্গে দিতে হবে, এই আওয়াজ আমরা আলোচনায় তুলব।’’ এদিন কক্ষের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। সব কাজই রাজ্যকে করতে হচ্ছে। এই সীমিত আর্থিক সামর্থের মধ্যেও ডিএ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যার জন্য সরকারের মাসে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ১৬০ কোটি টাকা।’’ পর্যবেক্ষকদের

অনেকের মতে, সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির আগে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। রাজ্য সরকার হয়তো শীর্ষ আদালতে দেখাতে চাইবে, তাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। যেভাবে বাজেটের মাঝে স্লিপ দিয়ে ডি-এর ঘোষণা করানো হয়েছে তারও সমালোচনা করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। শুভেন্দু বলেন, ‘‘তৃণমূলের অভ্যন্তরে কোনও গণতন্ত্র নেই বলেই ওই দল আমি ছেড়েছিলাম। ওখানে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। আজ যেভাবে স্লিপ বাড়িয়ে দেওয়া হল তা নজিরবিহীন।’’ এদিন বাজেটকেও দিশাহীন বলে তোপ দেগেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত ভোটের দিকে তাকিয়েই কিছু চটকাদারি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে একটা লাইনও লেখা নেই বাজেটে। যেমন সরকারি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন-এসব ব্যাপারে বাজেট কার্যত ফাঁকা। উল্লেখ্য এদিন বাজেট ঘোষণার মধ্যেই অভিনব প্রতিবাদ জানালেন বিজেপি বিধায়করা। বুধবার বাজেট অধিবেশনে বিধানসভা কক্ষের মধ্যে মুখে মাস্ক পরে অংশ নেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সহ সমস্ত বিরোধী বিধায়করা। রাজ্য বাজেটের নীরব প্রতিবাদ করতেই তাঁদের এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। এমনকী বাজেট ঘোষণার মধ্যেই ওয়াকআউট করে বিজেপি বিধায়করা।

রাজভবন থেকে নন্দিনীকে সরাল নবান্ন, নতুন পদ পেলেন আইএএস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে কাটল নবান্ন-রাজভবন জট? রাজভবন থেকে সরানো হল আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তীকে। তাঁকে পর্যটন দফতরে প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল। বুধবারই নবান্নের তরফ থেকে ওই আধিকারিকের পদ পরিবর্তনের নোটিস দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত পর্যটন দফতরের ওই পদেই থাকবেন নন্দিনী। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের এই আমলাকে নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়, সেখানে নন্দিনী চক্রবর্তীকে নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তারপরই বুধবার এই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সরানোর কথা জানাল নবান্ন। তিনি আগেও পর্যটন দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন। সোমবার জানা যায়, রাজ্যপাল নন্দিনী চক্রবর্তীকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। নবান্ন থেকে তাঁকে সরামো হচ্ছিল না। বুধবার নির্দেশিকা জারির পর সেই জট কাটল বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের প্রতীকী হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের পর বিরোধী দলের নেতাদের মুখে নন্দিনী চক্রবর্তী প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য শোনা যায়। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বলেও

উল্লেখ করেছিলেন বিজেপি নেতারা। রাজভবন থেকে নন্দিনীকে সরানোর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সৌজন্য দেখাল। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের প্রতি সৌজন্য দেখাল। রাজভবন একজন দক্ষ অফিসারকে সরিয়ে অসম্মান করা হল। একজন মহিলাকে অসম্মান করা হল। বাকিটা রাজভবন এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক বিষয়। এ নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই।’’ কুণালের দাবি, রাজ্যপাল এই কাজটা না করলেই পারতেন। ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তী। রাজ্যের একাধিক দফতরের সচিব পদ সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। লা গণেশন যখন বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, তখনই রাজভবনের সচিব পদে দায়িত্ব পান নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁর আগে রাজ্যপালের সচিব পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সুনীল কুমার গুপ্তা।

মাত্র ৩ শতাংশ! সরকারের ডিএ ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান সরকারি কর্মীদের, বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য সরকারের ৩ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণায় তীব্র ক্ষোভ জানালো রাজ্য সরকারি কর্মচারী বিভিন্ন সংগঠন। রাজ্যের এই ডিএ-কে ভিক্ষাবৃত্তি বলেও কটাক্ষ করেছেন সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের ক্ষোভ, এই তিন শতাংশ ডিএ পেলেও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক দাঁড়াবে ৩২ শতাংশ। এ দিন রাজ্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য আগামী ১ মার্চ থেকে অতিরিক্ত তিন শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে। দীর্ঘদিন ধরেই ডিএ-এর দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। শহিদ মিনারের নীচে অবস্থানও চালাচ্ছেন তাঁরা। চলছে অনশন, কর্মবিরতিও। ডিএ নিয়ে ঘোষণার জন্য আজ পর্যন্ত সরকারকে সময়সীমা দিয়েছিল আন্দোলনকারী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সরকারি কর্মচারী ঐক্য মঞ্চ। এর পরেই এ দিন বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে মাত্র ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সরকারী কর্মীরা। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা মূল বেতনের ৩৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পান। সেখানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পেতেন তিন শতাংশ। ফলে ফারাক ছিল ৩৫ শতাংশের। এ দিনের তিন শতাংশ ডিএ ঘোষণার পর সেই ফারাক কমে দাঁড়ায় ৩২ শতাংশে। যদিও রাজ্য সরকারি কর্মীদের দাবি, কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য আরও বাড়বে। সরকারি কর্মচারীদের আরও অভিযোগ, শূন্যপদ পূরণ নিয়েও বাজেটে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দাবি করেছেন, প্রাপ্য ডিএ না পেলে তাঁরা পঞ্চায়েত ভোটেও কাজ করবেন না। এ দিন রাজ্য বাজেটে ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণার পরেও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং কর্মবিরতির হুমকি দিয়ে রেখেছেন আন্দোলনরত সরকারি

কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী যদিও এদিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। রাজ্যের টাকা দিয়েই সব করতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এই মহার্ঘভাতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হল। এর জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিমাসে অতিরিক্ত খরচ হবে ১৬০ কোটি টাকা। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, টানাটানির মধ্যেও সরকারি কর্মচারীদের আরও ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হল। সরকারের এই ঘোষণায় অসন্তুষ্ট আন্দোলনকারীরা। এক সরকারি কর্মী বলেন, ‘‘রাজ্যকে অচল করে দেওয়া হবে। লাগাতার আন্দোলনের পথে যাব। সাধারণ মানুষ যে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তার দায় সরকারের। সরকার বাধ্য করছে শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে। অবিলম্বে ৩৯ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করতে হবে।’’ আরেক কর্মীর বক্তব্য, ‘‘আমাদের ৩৯ শতাংশ ডিএ সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। এটা দীর্ঘদিনের লড়াই। আমরা ভিক্ষার জন্য এখানে সংসার, বাড়িঘর ছেড়ে বসিনি।’’ পরবর্তী পদক্ষেপ আলোচনার মাধ্যমে যৌথ মঞ্চ ঠিক করবে বলে জানিয়ে দেন তিনি। আরও এক সরকারি কর্মীর বক্তব্য, ‘‘আমরা ৩৯ শতাংশ বকেয়া চাই। আমরা পাটীগণিত বুঝিয়ে দেব ওঁকে, ৩ শতাংশ দিয়ে ৩৯ শতাংশকে ঢাকা যায় না। আমাদের দাবি যতক্ষণে না আদায় হচ্ছে, লড়াই চলবে।’’ এক মহিলা সরকারি কর্মী বলেন, ‘‘আমরা এটা নেব না। আমরা আবার আন্দোলনে নামছি। আমাদের যা বাকি রয়েছে, সব দিতে হবে।’’ এই নিয়ে সরব বিরোধীরাও। রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘নতুন করে ৩ শতাংশ ডিএ দিলে কী হবে, তাহলে পুরনোটার কী হবে? এটা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সরকারি কর্মীরা তো ভিক্ষা চাইছেন না। রাজ্য সরকার যেমন বলে, তারা কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাইছে না। তেমনি তো সরকারি কর্মীরাও চাইছেন না।’’ ‘দয়ার দান নয়, এটা মৌলিক অধিকার’ স্লোগান তুলে আবারও শহিদ মিনারে অনশন মঞ্চে বসে গেলেন আন্দোলনকারীরা। এক সরকারি কর্মী বলেন, ‘‘আমরা কেউ এটা মানছি, ৩ শতাংশের জন্য আন্দোলন করছি না আমরা, পুরোটাই চাই।’’ আরেক আন্দোলনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুললেন। তিনি বলেন, ‘‘এই পে কমিশনের প্রথম থেকেই সরকার ৬ শতাংশ ডিএ বলে ঘোষণা করে আসছে, সেটা মিথ্যা। সরকার আমাদের এইচআর-এর টাকা ১৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ কমিয়ে ১২ করেছে। সেটাই ডিএ বলে চালাচ্ছে। ওটা আসলে ডিএ নয়, আমাদের এইচআর-এর টাকা কেটে নিয়ে ডিএ বলছে। আসলে আমরা কোনও ডিএ-এই পাচ্ছিলাম না। এখন ৩ শতাংশ ঘোষণা করল। আমরা ৩৯ শতাংশ ডিএ চাই। রাজ্য বলে টাকা কোথা থেকে আসবে, তাহলে আশপাশের রাজ্যগুলো টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে?’’

ইডির তলবে দিল্লিতে জিট্টুভাই

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃবালিগঞ্জের টাকা উদ্ধারের ঘটনায় ধাবা ও অতিথিশালার মালিক মনজি সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টুভাই হাজিরে দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দিল্লির অফিসে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার বেলা ১১টায় মনজি সিং গ্রেওয়ালকে দিল্লির প্রবর্তন ভবনে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল ইডি।শেয়ার প্রতারণা থেকে শুরু করে আয়কর না জমা দেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কয়লা পাচারের টাকা এই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা।গত ৮ ফেব্রুয়ারি বালিগঞ্জে প্রায় ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পর ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সঙ্গে একটি ডেস্কটপ ও বেশ কিছু নথিও বাজেয়াপ্ত করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরবর্তীতে ইডির তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছিল, বালিগঞ্জের ওই ধাবা মালিক মনজি সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টুভাইয়ের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সেই চেষ্টা করেছিলেন। সেই সব সূত্র ধরেই এবার মনজি সিং গ্রেওয়াল ওরফে জিট্টুভাইকে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডির গোয়েন্দারা।

কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রয়াস রেলের, স্বামীজির সম্মানে চলবে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃআগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলন শেষে কলকাতায় ফিরেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে সম্মান জানাতে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে মাদ্রাজ (চেন্নাই) নেমেছিলেন স্বামীজি। সেখান থেকে স্টিমারে বজবজ আসেন। এই যাত্রাপথকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্যোগী হয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন।স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭ তম কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চলবে। এই ট্রেনটি সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে বজবজ স্টেশন থেকে ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছবে সকাল ১০টা ৫২ মিনিটে। ট্রেনটি সব স্টেশনে থামবে। উৎসাহীরা চাইলে স্বামীজির সম্মানে চালানো এই বিশেষ ট্রেনের যাত্রী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ফের বন্ধ

জম্মু, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ফের যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে উভয় দিক থেকে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্নে চলছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে, শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়কে বুধবার উভয় দিক থেকে রামবান এলাকায় পাথর ধসের কারণে আবারও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশ একটি টুইট বার্তায় জানিয়েছে, রামবান এলাকার মেহর-ক্যাফেটেরিয়াতে ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপের কারণে উভয় দিকে যানবাহন চলাচলের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জম্মু - শ্রীনগর সড়কে।

জম্মু ও কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে নাঃবিজয় কুমার

শ্রীনগর, ১৫ফেব্রুয়ারিঃজম্মু ও কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)- সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। আশ্বস্ত করে বললেন কাশ্মীর জোন-এর এডিজিপি বিজয় কুমার। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, ৭-৮ জন স্থানীয় জইশ সন্ত্রাসীরা চলে গিয়েছে এবং পুলওয়ামায় সক্রিয় মুসা সুলেমানি সহ ৫-৬ জন পাকিস্তানি সন্ত্রাসীকে শীঘ্রই নিকেশ করা হবে। এডিজিপি বলেছেন, বিগত ৬ মাস ধরে নিষ্ক্রিয় বাড়িয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ। তাদের জম্মু ও কাশ্মীরে বেড়ে উঠতে দেবে না।২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলা। ভয়াবহ সেই সন্ত্রাসী হামলার কথা স্মরণ করে গত মঙ্গলবার কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলায় মোট ১৯ জন সন্ত্রাসবাদী জড়িত ছিল। ইতিমধ্যেই ৮ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে, ৭ জন জঙ্গি জেলে রয়েছে ও ৪ জন জঙ্গি পাকিস্তানে

রাজস্থানের দৌসায় বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বঙ্গানুবাদ

নয়াদিল্লি,১৫ফেব্রুয়ারিঃরাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজজি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটজি, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহরলালজি, আমার মন্ত্রিসভার সহকর্মী নীতিন গড়করিজি, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতজি, বি কে সিং-জি, অন্যান্য মন্ত্রী, সাংসদ, অভ্যাগতবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম পর্যায়কে আজ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ এবং সর্বাধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে। ভারত যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তার এক মহান চিত্ররূপ। দৌসার জনগণ এবং সমগ্র দেশবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।ভাই ও বোনেরা,আধুনিক রাস্তা, আধুনিক রেল স্টেশন, রেলপথ, মেট্রো রেল, বিমানবন্দর যখন গড়ে ওঠে তখন দেশের অগ্রগতিতে তা গতিসঞ্চার করে। পৃথিবীতে এরকম অনেক সমীক্ষা হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় বাস্তবিক ক্ষেত্রে বহুগুণ ফলপ্রসূ হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরও বৃহত্তর বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে। গত ৯ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে বৃহ বিনিয়োগের পথে হেঁটেছে। রাজস্থানেও বিগত কয়েক বছরে মহাসড়ক ক্ষেত্রে ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে আমরা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সংস্থান রেখেছি। ২০১৪-র তুলনায় এটা প্রায় পাঁচগুণ। এই বৃহৎ বিনিয়োগের সুফল রাজস্থানে, এখানকার গ্রামগুলিতে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে পৌঁছাবে।বন্ধুগণ,সরকার যখন মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, বিমানবন্দর - এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, যখন অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, ডিজিটাল সংযোগ যখন প্রসার লাভ করে, দরিদ্রের জন্য যখন কোটি কোটি বাড়ি তৈরি হয় অথবা যখন মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্র ও ব্যবসায়ী মহল - সকলেই সমৃদ্ধ হন। সিমেন্ট, লোহার রড, বালি, পাথরের ব্যবসা থেকে শুরু করে পরিবহণ ক্ষেত্র - প্রত্যেকেই তা থেকে উপকৃত হন। এসব শিল্প থেকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। একটা ব্যবসা যখন প্রসার লাভ করে তখন তার সঙ্গে যুক্ত সকলের আয় বৃদ্ধি পায়। ঠিক এভাবেই যখন কোনো কৃষক দ্রুত শস্য পরিবহণের সুযোগ পায়, তখন সে কম ক্ষতির শিকার হয়। নতুন বাজারে ফসল বিক্রির সুযোগ পায়, আরও ভালো দাম পেতে থাকে। ফলে এর থেকে বোঝা যায় যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের অর্থ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুবিধ মানুষ অনুরূপ সুবিধা লাভ করবেন। বন্ধুগণ,আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের আরও একটা দিক রয়েছে। পরিকাঠামো যখন প্রস্তুত হয় কৃষক থেকে শুরু করে কলেজ, অফিসযাত্রী, ট্রাক, টেম্পো ড্রাইভার, ব্যবসায়ীগণ অনেক বৃহত্তর সুবিধা লাভ করেন যার ফলে আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি-দৌসা-লালসট এক্সপ্রেসওয়ের ফলে জয়পুর থেকে দিল্লি যেতে আগে যেখানে ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগত, এখন তার অর্ধেক সময়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন যে এর ফলে কতখানি সময় সাশ্রয় হবে। এই এলাকার যেসব বন্ধুরা দিল্লিতে কাজ করেন অথবা যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বা যাঁদেরকে অন্য কোনও কাজে যেতে হয়, অনায়াসেই তাঁরা এখন তাঁদের বাড়িতে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। ট্রাক, টেম্পো ড্রাইভাররা, যাঁরা দিল্লি থেকে পণ্য পরিবহণের কাজ করেন, রাস্তায় তাঁদের সারাদিন কাটাতে হবে না। ক্ষুদ্র চাষী ও গবাদি পশুপালক অনায়াসেই তাঁদের শাকসবজি এবং দুধ অনেক কম খরচে দিল্লিতে পাঠাতে পারবেন। দীর্ঘ বিলম্বিত যাত্রাপথে দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যেতে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এখন অনেক কমে যাবে।ভাই ও বোনেরা,এই এক্সপ্রেসওয়েকে ঘিরে গ্রামীণ হাট গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে, স্থানীয় কৃষক, তন্তুবায় এবং হস্তশিল্পীরা তাঁদের পণ্যসামগ্রী অনায়াসেই এখানে বিক্রি করতে পারবেন। রাজস্থান ছাড়াও হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের ফলে প্রভূত উপকৃত হবে। হরিয়ানার মেওয়াট জেলা এবং রাজস্থানের দৌসা জেলায় উপরাজ্যের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। এই আধুনিক সংযোগ ব্যবস্থার ফলে সরিসকা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র, কেওলাদেও, রণথম্ভোর জাতীয় পার্ক, জয়পুর এবং আজমেঢ় প্রভৃতি স্থানে যেতে পর্যটকদের অনেক সুবিধা হবে। রাজস্থান ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল। এখন এর আকর্ষণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।বন্ধুগণ,এসব ছাড়াও আরও তিনটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল আজ। এর একটি প্রকল্প এই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে জয়পুরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলবে। এর ফলে, জয়পুর থেকে দিল্লি যেতে তিন ঘণ্টার যাত্রা আ।।ই ঘণ্টায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় প্রকল্প আলোয়ারের কাছে আম্বালা-কোটপুতলি করিডরের সঙ্গে এই এক্সপ্রেসওয়েকে সরাসরি যুক্ত করবে। এর ফলে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে যানবাহন পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে অনায়াসেই যেতে পারবে। আরও একটি প্রকল্প হল লালসোট-করাউলি সড়কের উন্নয়ন। এই সড়ক এই অঞ্চলকে কেবলমাত্র এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গেই যুক্ত করবে না, এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। বন্ধুগণ,দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে এবং পশ্চিমাঞ্চল ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর রাজস্থান সহ দেশের অগ্রগতির দুটি মূল স্তম্ভ হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে রাজস্থান সহ এই সমগ্র এলাকার চালচিত্রকে এই প্রকল্প বদলে দেবে। এই দুই প্রকল্প দিল্লি-মুম্বাই শিল্প করিডরকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলবে। এসব সড়ক এবং পণ্য করিডর হরিয়ানা ও রাজস্থান সহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে। লজিস্টিক্স, পরিবহণ এবং মজুতভাণ্ডার সংক্রান্ত বিবিধ শিল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র এই করিডর তৈরি হবে।বন্ধুগণ,পিএম গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান-এর মাধ্যমে এই এক্সপ্রেসওয়ে সমৃদ্ধ হওয়ায় আমি খুশি। গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যানের অধীন এই এক্সপ্রেসওয়েতে একটি করিডরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৫জি নেটওয়ার্কের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের। খানিকটা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং এবং গ্যাস পাইপলাইনের জন্য। অতিরিক্ত এলাকা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং মজুতের জন্য। এইসব প্রয়াস ভবিষ্যতে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করবে এবং দেশের সময় বাঁচাবে। বন্ধুগণ,' সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' রাজস্থান এবং দেশের উন্নয়নে আমাদের মন্ত্র। এই মন্ত্র অনুসরণ করে আমরা সক্ষম, সমর্থ ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলছি। এখন আর আমি আমার ভাষণ দীর্ঘায়িত করব না। ১৫ মিনিট পর কাছাকাছি এলাকায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে আমার ভাষণ দেওয়ার কথা। রাজস্থান থেকে বহু মানুষ সেখানে অপেক্ষায় আছেন। ফলে, অন্য আরও বিভিন্ন বিষয় সেখানকার মানুষের কাছে আমি বলব। ফলে আরও একবার এই আধুনিক এক্সপ্রেসওয়ের জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহত্তর পরিসরে প্রদর্শনের প্রয়াস, ১৬ ফেব্রুয়ারি আদি মহোৎসব-এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী সংস্কৃতিকে বৃহৎ পরিসরে প্রদর্শনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি মেগা জাতীয় আদিবাসী উৎসব ''আদি মহোৎসব''-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে ''আদি মহোৎসব''-এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) বুধবার জানিয়েছে, আদি মহোৎসব, যা আদিবাসী সংস্কৃতি, কারুশিল্প, রন্ধনপ্রণালী, বাণিজ্য এবং ঐতিহ্যগত শিল্পের চেতনা উদযাপনের উৎসব, এই উৎসব আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে উপজাতীয় সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেড-এর একটি বার্ষিক উদ্যোগ। এই বছর, এটি দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত হচ্ছে। এই উৎসবে ২০০টিরও বেশি স্টলে দেশজুড়ে উপজাতিদের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য প্রদর্শন করা হবে।

গত মঙ্গলবার হাওড়া (শ্যামপুর) বইমেলা ২০২৩ শুরু হল। শ্যামপুর ফুটবল মাঠে।বইমেলা চলবে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শ্যামপুর ফুটবল মাঠে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে শ্যামপুর বইমেলা ২০২৩ র শুভ উদ্বোধন করলেন কবি শুভ দাশগুপ্ত, শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন, হাওড়া জেলা পরিষদের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম রায়চৌধুরী।-নিজস্ব চিত্র।

দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের সূচনা করলেন জয়শঙ্কর, বললেন সমস্ত সংস্কৃতি জানা উচিত বিশ্বের

নাদি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার সকালে ফিজি-র নাদিতে সে দেশের রাষ্ট্রপতি রাতু উইলিয়াম মাইভালিলি কাটোনিভেরের উপস্থিতিতে দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জয়শঙ্কর এদিন বলেছেন, সমস্ত সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা উচিত বিশ্বের। দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করার পর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের মতো অনুষ্ঠানে, হিন্দি ভাষার বিভিন্ন দিক, হিন্দি ভাষার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার এবং প্রচারের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকা উচিত। ফিজি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আবদ্ধ দেশগুলিতে হিন্দির অবস্থার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। জয়শঙ্করের কথায়, যে যুগে আমরা অগ্রগতি ও আধুনিকতাকে পাশ্চাত্যায়নের সঙ্গে সমতুল্য করেছিলাম, তা আমাদের পিছনে রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে চাপা পড়ে যাওয়া এ রকম অনেক ভাষা, ঐতিহ্য আবারও বিশ্বমঞ্চে আওয়াজ তুলেছে। দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি প্রমুখ। দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে একটি পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছেন জয়শঙ্কর ও ফিজি-র প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬ ফেব্রুয়ারিঃরবিবার, ৩ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৩ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ২৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজা গতস্বপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃরাত্রি ০৫ঃ৩২ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৬ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১২ঃ০১ঃ০১ দং ৪৫৬৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ৫৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৬২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫৩ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। প্রস্ফুটি (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৫.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ২২শতকরা। বৃষ্টিহীন বুধবার। জোয়ারঃ সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজ ৬ টা ১১মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩০মিনিটে মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। **বৃষ রাশিঃ** অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। অর্থ ব্যয় হবে **মিথুন রাশিঃ**আপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। বিবাহের যোগ । **কর্কট রাশিঃ**কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর **সিংহ রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলার আপনার সময় ব্যয় করুন। আজ, আপনি ক্রটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন। শুভদিন হবে **কন্যা রাশিঃ**আজকের বিনো দনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। **তুলা রাশিঃ**আপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনি আপনার শখ পূরণ অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। সন্তান হতে পারে। **ধনু রাশিঃ** আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। **মকর রাশিঃ**সামাজিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকুন। **মীন রাশিঃ**কৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। বিশেষ জাত আপনি এমন যে কোন কিছুতে আর্থিক জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির

আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিবাদঃ১৭ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেত্রীর নতুন আর্জি শুনতে সম্মত শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃআদানি-হিন্ডেনবার্গ বিবাদ ইস্যুতে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেত্রীর নতুন আর্জি শুনতে সম্মত হয়েছে শীর্ষ আদালত। ১৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার শুনানির বিষয়ে বুধবার সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পি এস নরসিমার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুরের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীর আর্জি গ্রহণ করেছে, সেই আবেদনে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল।বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য আবেদন তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীতে আইনজীবী জানান ১৭ ফেব্রুয়ারি আরও দু'টি আর্জি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, এরপরই শুক্রবার শুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ আদালত। জীবন বীমা কর্পোরেশনের ভূমিকা তদন্তের জন্য একটি নির্দেশনাও চেয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুর।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ বাস্তুতন্ত্রের বৃদ্ধির যাত্রায় দুর্দান্ত উদযাপন 'মন্থন'ঃরাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃকর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কায় চন্দন সিং এয়ার ফোর্স কনভেনশন সেন্টারে বার্ষিক প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ ইভেন্ট 'মন্থন'-এ একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই 'মন্থন' প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধির যাত্রার একটি দুর্দান্ত উদযাপন হল স্টার্টআপ মন্থন। এটি আমাদের উদ্যোগ ইনোভেশনস ফর ডিফেন্স এক্সিলেন্স-এর একটি সূচক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন বলেছেন, আমাদের দেশের তরুণরা শতাধিক ইউনিকর্ন স্থাপন করেছেন। এটি শুধুমাত্র আমাদের দেশে নতুন তৈরি হওয়া স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের গুরুত্বই তুলে ধরে না, বরং আমাদের তরুণদের মধ্যে নতুন কিছু করার জন্য যে নতুন উদ্যম ও আবেগ রয়েছে তাও তুলে ধরে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথায়, বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে স্টার্ট-আপের জন্য যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা তরুণদের জন্য আশীর্বাদ। ৭-৮ বছর আগে আমাদের দেশে কয়েকটি স্টার্ট-আপ ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষে পৌঁছেছে।

আবাস কেলেঙ্কারির অভিযোগ, ইডির হাতে গ্রেফতার কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন সচিব

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, আবাস দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে কেরলেও। জানা গিয়েছে, কেরলে গৃহহীনদের পাকা বাড়ি দেবার জন্য 'লাইফ মিশন' নামক একটি প্রকল্প চালু আছে। আর সেই প্রকল্পে বেনিয়মের জন্য এবার ইডি গ্রেফতার করেছে পিনারাই বিজয়নের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সচিব এম শিবশঙ্করকে। প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে, কেরালার ত্রিশূরে গৃহহীনদের জন্য ১৪০টি আবাস তৈরি করার লক্ষ্যে একটি অলাভজনক সংস্থা রেড ক্রিসেন্ট সাড়ে ১৪ কোটি টাকা দিয়েছিল।অভিযোগ উঠেছে, সেই টাকার মধ্যে অন্তত ৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা একাধিক প্রভাবশালীর পকেটে গিয়েছে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের অফিসের দুই অফিসার স্বপ্না সুরেশ এবং পি এস সারিথকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই সন্ধান পাওয়া যায় এম শিবশঙ্করের। লাগাতার তিনদিন যাবত এম শিবশঙ্করকে জেরা চালিয়ে যাচ্ছিল ইডি। অবশেষে বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিরোধীরা সরব হয়েছে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, কেরালের

নাগা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী, নাগাল্যান্ডে বিজেপির 'ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করে বলেন নাড্ডা

কোহিমা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এ মুহূর্তে নাগাল্যান্ডের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক। ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএন পিও)-এর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বিজেপি। নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। গত মঙ্গলবার কোহিমায় ক্যাপিটাল কালচারাল হল-এ আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে নাগাল্যান্ডে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তেহার 'ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। 'ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সঙ্গে ছিলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা শরিক দল এনডিপিপি-প্রধান নেইফিউ রিও, উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুঙ্গো প্যাটন, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি তেমজেন ইমনা আলং সহ আরও কয়েকজন। আলোচনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নাড্ডা বলেন, বিজেপি-এনডিপিপি জোট সরকারের পূর্ববর্তী সরকার রাজ্যকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু এনডিপিপি-বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর বিকাশের পথে

এগিয়ে চলেছে নাগাল্যান্ড। প্রকাশিত ' ভিজন ডকুমেন্ট'-এ নাগাল্যান্ডের উন্নয়ন এবং বহু সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।এনডিপিপি-বিজেপির যৌথ প্রচারাভিযানের শুরুতে জাতীয় সভাপতি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী নাগা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী রিও এবং ওয়াই প্যাটনের সাথে আলোচনাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নাড্ডার দাবি, নাগা সমাধান চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। নিকট ভবিষ্যতে একে স্টিক পথে এগিয়ে নেওয়া হবে।ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেপি নাড্ডা বলেন, সমস্যাগুলি নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অন্তর্বর্তীকালেই রেখে অক্ষরে অক্ষরে শীঘ্রই পূরণ করা হবে। বিজেপি একটি জাতীয় দল। তাই আমরা আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি বুঝতে পারি, বলেন, জগতপ্রকাশ নাড্ডা। জেপি নাড্ডার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর নেতৃত্বে রাজ্যে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়েছিল। এখন শান্তি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এগিয়ে রাজ্য। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে স্থিতিশীল নাগাল্যান্ডের জনসাধারণ অন্তত ১২টি নতুন বিমান পেয়েছেন। বলেন, ' দেখবেন, আগামী পাঁচ বছর পর নাগাল্যান্ড কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রচুর উন্নত হবে,' বলেন নাড্ডা।সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাগাল্যান্ডের হাইওয়েগুলির জন্য ৩,২৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া নাগাল্যান্ডের আয়ুর্বেদ কলেজগুলোর জন্য ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথাও জানান নাড্ডা।সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা-র ক্ষমতা হ্রাস সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নাড্ডা বলেন, এর অর্ধ উপদ্রব সৃষ্টিকারী তথা উগ্রপন্থী সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসছেন। এ প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেন, জনগণ এখন স্থিতিশীল শক্তিশালী নাগাল্যান্ডের পক্ষে জনমত গঠনের নির্মাতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ৬০ আসন বিশিষ্ট নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে ২০ আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ৪০ আসনে ' ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবার পরিবর্তিত স্থান ও অঞ্চল বুঝে যৌথ জনসমাবেশের আয়োজন করছে বিজেপি ও এনডিপিপি।

সংক্রমণ বেড়ে ১০২, একদিনে মৃত্যু ৩ জনের, কমেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১০২ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, ফলে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৭৬-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮৬৩-তে পৌঁছেছে। বর্তমানে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,৭৯১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭ হাজার ০৫২ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,১১,৫৪৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,২৫,৫০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কোয়েম্বাটুর গাড়ি বিস্ফোরণ মামলাঃদক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ঠিকানায় এনআইএ অভিযান

চেন্নাই, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃফের দক্ষিণ ভারতে সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)। এবার আজ কর্ণাটকে নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআই-এর একাধিক দফতরে হানা দিয়েছিল এনআইএ। এবার তদন্তের লক্ষ্য জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট। বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক এই জঙ্গি সংগঠনটির শিকড় ভারতেও ছড়িয়েছে তা বের করতেই এই অভিযান বলে খবর এনআইএ সূত্রে। বুধবার সকাল থেকেই তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটকের একাধিক জায়গায় হানা দেন এনআইএ-র তদন্তকারী অফিসাররা।তামিলনাড়ু ও কেরালের ৬০টি ও কর্ণাটকের ৪৫টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে কিছুদিন আগে গাড়ির মধ্যে সিলিন্ডার

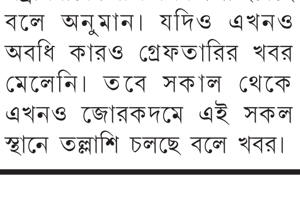

বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি। এই সকল স্থানে ইসলামিক স্টেটের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের খোঁজ পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস তদন্তকারী অফিসারদের। বিশেষ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বীজ বপন করা হয়েছে বলে অনুমান। যদিও এখনও অবধি কারও গ্রেফতারির খবর মেলেনি। তবে সকাল থেকে এখনও জোরকদমে এই সকল স্থানে তল্লাশি চলছে বলে খবর।

সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের সর্বভারতীয় ১০ম সম্মেলন হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের সর্বভারতীয় ১০ম সম্মেলন বুধবার ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। সম্মেলন চলবে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন। এই সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে গত কয়েকদিন ধরে সর্বাত্মক প্রচার কর্মসূচি নিয়েছে বাম নেতৃত্ব। এদিন সকাল থেকেই শরৎ সদনে দলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত হন। হাজির হন বিমান বসু সহ অন্যান্য বাম শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। জানা গেছে, সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসের আগের দিন ১৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে হবে প্রকাশ্য সমাবেশ। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সহ এই রাজ্যের বাম নেতৃত্ব সেখানে হাজির থাকবেন। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ফ্রেজারগঞ্জে বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে আহত ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মামা ও মামি-কে বাইকের পিছনে নিয়ে বকখালির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ভাগ্নে। কিন্তু, সেই আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। তাঁদের বাইকের সঙ্গে একটি টোটোর সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩ জনই। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার জেটিঘাট এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অমিত মণ্ডল নামে এক জন। তাঁর মামা গোবিন্দ ও মামি তাপসী মণ্ডলও চোট পেয়েছেন। মামা-মামিকে নিয়ে বকখালিতে বেড়াতে যাওয়ার পথে কাকদ্বীপের জেটিঘাট সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অমিতের বাইকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন অমিত। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। তাঁদের উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের। কিন্তু অমিত এবং তাঁর মামার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দু'জনকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কেন একটি বাইকে তিন জন ছিলেন, সেটাও দেখছে পুলিশ।

হাওড়ায় ডিআরএম অফিসের সামনে হকার সংগঠনের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হকারি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু দূরপাল্লার ট্রেনে। বুধবার এই নিয়ে হাওড়ায় ডিআরএম অফিসের সামনে হকার সংগঠনের বিক্ষোভ হয়। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ওই হকার সংগঠনের ইস্টার্ন জোনের সম্পাদক নাদিম হোসেন মল্লিক বলেন, 'আমাদের মূল অভিযোগ ৪৭টা মেল ট্রেনে হকারদের ওঠা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরুর একটা কোম্পানিকে সেই ট্রেনগুলোর টেন্ডার দিয়েছে তারাই শুধুমাত্র কাজ করবে। ফলে যারা ২৫-৩০ বছর ধরে হকারি করে এলো তারা ট্রেনে উঠতে পারবেন না। তাঁদের কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হবে। রেল কর্পোরেট সংস্থাকে সব বিক্রি করতে শুরু করেছে। খেটে খাওয়া মানুষের পেটে লাথি মারতে চাইছে। সেই কারণেই আজকের এই ঘেরাও কর্মসূচি। এটা যদি প্রত্যাহার না করে তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই আন্দোলন তীব্র হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এদিন প্রায় ৩০ হাজার হকার এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। যখনই আরপিএফ হকারদের উচ্ছেদ করেছে তখনই আমরা পথে নেমেছি। আগামী দিনেও নামব। রেলের চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমরা পথে নেমেছি।

বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মূল্যে সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কলকাতায় বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে আজ তিন দিনের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল একথা জানান। তিনি বলেন, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ভারত ৭ দশমিক ৭৬ মার্কিন ডলারের মূল্যে এই রপ্তানি করেছে। যা দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১০০ টি দেশে পুরোপুরি নিরাপদ সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য সরবরাহ করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে শ্রীমতি প্যাটেল জানান, বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক খাদ্য পণ্য, প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, রাজ্যের মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, কেন্দ্রের অতিরিক্ত সচিব রাজেশ আগরওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদের আবার জামিন খারিজ, ৩ দিনের পুলিশি হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার জামিনের আবেদন খারিজ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। হেয়ার স্ট্রিট থানার করা মামলায় তাঁর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় পুলিশের সঙ্গে আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা পথ অবরোধ শুরু করলে তাঁদের হটাতে যায় পুলিশ। তখনই পুলিশের সঙ্গে নওশাদ শিবিরের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা ধর্মতলা চত্বর। গ্রেফতার করা হয় নওশাদ আরও ১৮ আইএসএফ কর্মী-সমর্থককে। শহর কলকাতার পৃথক তিনটি থানাতে নওশাদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা হয়েছিল। তোলা হয়েছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কয়েকদিন আগে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চলতি মাসের শুরুতে তাঁদের ফের তোলা হয় আদালতে। সেদিনও মেলেনি জামিন। ১৪ দিনের জন্য নওশাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মেয়াদ শেষের পর এদিন ফের তাঁদের আদালতে তোলা হলে খারিজ হয় জামিনের আবেদন।

বিরল প্রজাতির বেশ কয়েকটি কচ্ছপ উদ্ধার হল হাওড়া স্টেশন থেকে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিরল প্রজাতির বেশ কয়েকটি কচ্ছপ উদ্ধার হল হাওড়া স্টেশন থেকে। পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার উত্তরপ্রদেশের এক যুবক। বুধবার সকালে ৫০ টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ সহ এক ব্যক্তিকে হাওড়া স্টেশন থেকে আটক করে রেল পুলিশ। জিআরপি সূত্রের খবর, বুধবার সকালে হাওড়া স্টেশনে ১২৩১২ ডাউন নেতাজী এক্সপ্রেস ট্রেন ঢোকে ১৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ওই ট্রেনে প্রচুর কচ্ছপ পাচার হচ্ছে। সেইমতো রেল পুলিশের টিম এক যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করে ৫০ টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে। হাওড়া জিআরপি থানার আইসি সিদ্ধার্থ রায় বলেন, মনোজ নামের ২২ বছরের যাত্রীকে যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের পর দুপুরে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গান্ধিনগর থানার জগদীশপুর জেলার আমেথিতে। কোথা থেকে ওই বিরল প্রজাতির কচ্ছপগুলি নিয়ে আসছিল এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত কিছু জানার জন্য রেল পুলিশ প্রথমে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। কচ্ছপগুলোকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্যপ্রাণী পাচার আইনের ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হবে।

আত্মহত্যার চেষ্টা মূক ও বধির যুবকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের কাছে চাকরির আবেদন জানান সত্ত্বেও চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে এক মূক ও বধির যুবক আজ রাজ্য সচিবালয় নবান্নর সামনে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। রাজ্য প্রশাসনের সদর কার্য্যালয় নবান্নের ওয়েস্ট গেটের সামনে বুধবার দুপুরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক মূক ও বধির যুবক। ওই যুবকের নাম রাজীব মজুমদার। জানা গেছে, চাকরি না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নবান্নে ঢুকতে না পেরে তিনি গায়ে কেরোসিন তেল ঢালার চেষ্টা করলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ফেলে। এরপর হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই যুবক মূক ও বধির। পুলিশকে তিনি লিখে জানান, উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ রবীন্দ্র পল্লীতে তাঁর বাড়ি। বর্তমানে মাকে নিয়ে মধ্যমগ্রামে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তাঁর দাবি খেলাধুলা ভালো করার জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু এখনও চাকরি হয়নি। নবান্নে অনেক চিঠি দিয়েছেন। সদুত্তর না পেয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে দেখা করে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। ওই যুবককে শিবপুর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার কথা কতটা সত্যি তা যাচাই করেও দেখা হচ্ছে।

ট্যাংরার চিংড়ি ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর হানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব কলকাতার ট্যাংরায় চিংড়ি ব্যবসায়ীর এক অভিজাত আবাসনে হানা দেয় আয়কর আধিকারিকরা। বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ হানা দেয় আয়কর আধিকারিকরা। মোট চারটি গাড়িতে আয়কর দফতরের কর্তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে ওই আবাসনে পৌঁছান। সেখানে এক মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীর দেশ-বিদেশের চিংড়ির ব্যবসা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম মামরাজ আলি। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও ওই আবাসনের ভিতরেই রয়েছেন আয়কর আধিকারিকরা। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে অভিযান চলছে আয়কর দফতরের। কী কারণে এই আয়কর হানা সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আয়ের হিসেব সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন তাঁরা।

১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে মহারাষ্ট্রে তিন দিনের সফরে অমিত শাহ

নাগপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনের সফরে মহারাষ্ট্রে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সময় তিনি নাগপুর, পুনে এবং কোলহাপুর শহর পরিদর্শন করবেন। এই সফর সংক্রান্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাতের ফ্লাইটে নাগপুরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাগপুরে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার রাতে হোটেল রেডিসন ব্লুতে থাকবেন। এরপর শনিবার দীক্ষাভূমি ও রেশমবাগে অবস্থিত স্মৃতি মন্দিরে যাবেন ডাঃ হেডগেওয়ার। একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠানের পর শাহ পুনে চলে যাবেন। অমিত শাহ কাসবাপেঠ এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের উপনির্বাচন নিয়ে একটি বৈঠক করবেন। একই সময়ে, ১৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার তাঁর কোলহাপুর সফরের প্রস্তাব করা হয়েছে। কোলহাপুরে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সূত্র জানায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছেন শাহ।

কুলতলি থেকে উদ্ধার দুষ্প্রাপ্য বিষ্ণু মূর্তি তুলে দেওয়া হল জুডিশিয়াল মিউজিয়াম এবং রিচার্চ সেন্টারের হাতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার দুষ্প্রাপ্য বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার সুন্দরবনের কুলতলি থেকে। চাঞ্চল্য এলাকায়। এবার দুষ্প্রাপ্য বিষ্ণু মূর্তি কুলতলি থানায় হেফাজতে থাকার পর অবশেষে জুডিশিয়াল মিউজিয়াম এবং রিসার্চ সেন্টার বিভাগের হাতে তুলে দিল কুলতলি থানার পুলিশ। ২০০৭ সালে তৎকালীন কুলতলি থানার অধীনস্থ মৈপীঠ অঞ্চল, বর্তমানে মৈপীঠ কোস্টাল থানার অধীনে বিনোদপুরের দুই মৎস্যজীবী সুন্দরবনের ডুলি ভাসানিয়া জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে তাঁরা নদীর চরে এই মূর্তিটির বেশ কিছু অংশ দেখতে পায় ভাটার সময়। পরে কোদাল নিয়ে খনন করে মূর্তিটি তুলে আনার খবর লোক মুখে জানাজানি হতেই তৎকালীন কুলতলি থানার পুলিশ মূর্তিটি উদ্ধার করে আনক্লেম প্রপার্টি হিসাবে থানার হেফাজতে রাখে। দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর মৈপীঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদের বাসিন্দা বিবেকানন্দ মিদ্দে সুন্দরবন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিষয়টি তাঁর নজরে আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের-সুন্দরবন বিষয়ে গবেষক প্রাচীন মূর্তি ও প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই মূর্তি বিষয়ক তথ্যটি সামনে আসে। এই মূর্তি দেখেই ঐতিহাসিক তথা গবেষকরা জানান যে সুন্দরবনে প্রাচীন সভ্যতা ছিল এমনই তাঁর নিদর্শন। রায়দীঘির জটার দেউল, কুলতলির দেউলবাড়ীর পুরানো মঠ মন্দির, পুরানো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ, তারই প্রমাণ। দুষ্প্রাপ্য এই বিষ্ণু মূর্তিটি সুন্দরবনের ধুলিভাশানিয়া দ্বীপে পাওয়া। এই মূর্তিটির সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজমান, আর মূর্তির নিচে গরু। প্রতিকৃতি আছে। এই মূর্তিটি কুলতলি থানায় সংগ্রহীত আছে আনক্লেম প্রপার্টি হিসাবে। আর এই সময়ে হাইকোর্টে নূতন জুডিশিয়াল মিউজিয়াম এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মিত হওয়ায়। নতুন মিউজিয়াম ও রিসার্চ সেন্টারে মূর্তিটিকে সংরক্ষণ করা এবং প্রদর্শন সহ গবেষণা করার জন্য ব্যবহার করা হবে। কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস বিপ্লব রায় মহাপরিপালক নেসপাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দরখাস্ত করায় বারুইপুর মহকুমাশাসক এই মূর্তিটি হাইকোর্টের অর্ডার অনুযায়ী কুলতলি থানায় থাকা মূর্তিটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার জন্য দেরি হয় মূর্তিটি তাদের হাতে তুলে দিতে। কুলতলি থানার পুলিশ এই দুষ্প্রাপ্য পুরাকালের পাথরের মূর্তিটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে তুলে দেয়। আর সুন্দরবনে যে প্রাচীন সভ্যতার এরকম নির্দশন আরো ও পাওয়া যেতে পারে মনে করেন সুন্দরবনের প্রত্ন গবেষকরা।

ব্যান্ডেল স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, যাত্রীদের জন্য থাকছে বিশেষ কিছু সুবিধা

বনস্পতি দে, ব্যান্ডেল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে ব্যান্ডেল স্টেশনকে। মঙ্গলবার হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের সব প্রধান ও ডিআরএমদের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা জানান, ব্যান্ডেল স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত সম্পাদন করা হবে। এই কাজের জন্য প্রায় ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্টেশনে এসকেলেটর, লিফট ও সিঁড়ি বসানো হবে। যানজট এড়াতে মাল্টিলেয়ার পার্কিং সহ এলিভেটেড ড্রপ অফের ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, যাত্রী সুবিধার জন্য রেল ৯৪ টি স্টেশনকে আধুনিকীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরমধ্যে রাখা হয়েছে ব্যান্ডেল স্টেশনকে, হাওড়া ও শিয়ালদহের মধ্যে সংযোগকারী একটি স্টেশন। এই স্টেশনে বহু দূরপাল্লার ট্রেন ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। হাওড়া বিভাগের ব্যস্ততম স্টেশনগুলির মধ্যে একটি ব্যান্ডেল। জানা গেছে, পুরাতন জুবিলি ব্রিজের আধুনিক বিল্ডিং রেপ্লিকোর জন্য আলাদা এন্ট্রি ও এক্সিট বানানো হবে। স্টেশন বিল্ডিং-এর পূর্ব পাশে এবং পশ্চিম পাশে আধুনিক অত্যাধুনিক সুবিধা করা হবে। ছাদে ফুড প্লাজায় সব প্রয়োজনীয় সুবিধা যেমন ক্যাটারিং, ছোট দোকান, বাথরুম, এটিএম, ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট, কিডস প্লে জোনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া দেশ জুড়ে, প্রেম মরশুমে দুই তরুণীর নৃশংস হত্যা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রদ্ধা ওয়ালকার কাণ্ডের ছায়া যেন দেশের সর্বত্র। কোথায় প্রেমিকাকে মেরে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছে দেহ, তো কোথাও খুন করে লিভ-ইন পার্টনারের বডি রাখা ডিভানে। পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দিল্লির যে মহিলার দেহ রাস্তার ধারে একটি রেস্তোরাঁর ফ্রিজে পাওয়া গিয়েছিল, তাঁকে ডেটা ক্যাবল দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে তাঁর লিভ-ইন পার্টনার। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে ৩৭ বছর বয়সী এক তরুণীরে তার লিভ-ইন পার্টনার খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর হার্দিক শাহ মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা থেকে পালানোর চেষ্টা করলেও রেল পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। বছর ২৪-এর সাহিল গেহলট প্রেমিকাকে খুন করে তার দেহ লোপাটের চেষ্টা করে। নিক্কি যাদব (২৩) নামে এক তরুণীর সঙ্গে বচসা হয় সাহিলের। পরে তাকে খুন করে নিজেদের পারিবারিক ধাবার ফ্রিজে ভরে রাখে সাহিল। সূত্রের খবর, যে গাড়িতে নিক্কি যাদবকে খুন করা হয়েছে সেই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে পাঁচ দিনের পুলিসি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এমনকী অভিযোগ, ২৪ বছরের ফার্মা গ্র্যাজুয়েট সাহিল খুনের দিন অন্য এক মহিলাকে বিয়েও করে। নিক্কি অনেক দেরিতে জানতে পারে যে সাহিল অন্য এক মহিলার সঙ্গে এনগেজমেন্ট করেছে। নিক্কি যাদব নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিস সাহিলকে খুঁজে বের করে। নিক্কি প্রতিবেশী জানান, নিখোঁজ হওয়া নিক্কির বাড়ি হরিয়ানার ঝজ্জরে। এদিকে, ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়িতে ঢোকার সময় যে সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে, সেখানেই সম্ভবত শেষবার তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের ঘটনায় হার্দিক বেকার ছিলেন। আর মেঘা নামে তার প্রেমিকা পেশায় নার্স সংসারের খরচ চালাতেন। পুলিস জানিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো, যার জেরেই এই খুন। এদিন মেঘাকে খুন করার পর তার দেহ খাটের ডিভানে ঢুকিয়ে রেখে ঘরের কিছু জিনিস বিক্রি করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় হার্দিক। ট্রেনে করে পালানোর খবর পেয়ে পুলিস মধ্যপ্রদেশের নাগদা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। প্রসঙ্গত, তিন বছর ধরে সম্পর্ক থাকা হার্দিক ও মেঘা গত ছ'মাস ধরে একসঙ্গে থাকতেন। প্রায় মাসখানেক আগে তাঁরা ওই ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, তাদের প্রতিবেশীরাও বলেছেন প্রায়শই ঝগড়া করতেন ওই যুগল।

কেরালায় বিপাকে সিপিএম, মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের দুয়ারেই দুর্নীতি!

কেরল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেরালার আবাস কেলেঙ্কারি নিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের দুয়ারেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। গত বেশ কয়েকদিন ধরেএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দফায় দফায় কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় শিবশঙ্করের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করে তদন্তকারী সংস্থা। রাজ্যের আবাস কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে এই গ্রেফতার বলে জানা যাচ্ছে। আবাস কেলেঙ্কারিকে এটাই প্রথম গ্রেফতার। কেরলে গৃহহীনদের পাকা বাড়ি বানিয়ে দিতে লাইফ মিশন নামে একটি প্রকল্প চালু আছে। রাজ্য সরকারের এই 'লাইফ মিশন' প্রকল্পে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কনস্যুলেটের মাধ্যমে কেরলের রেড ক্রিসেন্টের দেওয়া ১৮.৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১৪.৫০ কোটি টাকা খরচ করে। তা দিয়ে ত্রিশূর জেলার ওয়াদাক্কানচেরিতে ১৪০টি পরিবারের জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে। বাকি টাকা ব্যবহার করে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেঃদ্র নির্মাণের কথা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। ইউআইটিএসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্তোষ ইপান জানিয়েছেন, স্বপ্না সুরেশ-সহ অভিযুক্তরা এই প্রকল্পের জন্য ৪.৪৮ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন। অনিয়মের ওই ঘটনায় আগেই গ্রেফতার করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের দুই অফিসার স্বপ্না সুরেশ এবং পিএস সারিথকে। তাঁদের বয়ানের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে শিবশঙ্করকে। সোনা চোরাচালানের মামলায় তদন্তের সময় লাইফ মিশন প্রকল্পে আর্থিক বেনিয়মের বিষয়টি উঠে আসে। এরপরেই প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২০ সালে সোনা চোরাচালানের মামলায় ইডি ও কাস্টমসের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পিনারাই বিজয়নের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। সেই সময় ৯০ দিনের বেশি জেল হেফাজত হয়েছিল এই আমলার। এম শিবশঙ্কর জানুয়ারি মাসে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। অবসর নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর উপর ফের দুর্নীতির অভিযোগ নেমে আসে।

২৪ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, দ্বিতীয় দিনেও বিবিসি-তে আইটি-র সমীক্ষা জারি

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি ও মুম্বইয়ের বিবিসি-র দফতরে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলছে আয়কর দফতর (আইটি)-এর সমীক্ষা। বিবিসি-র আর্থিক বিষয়ক ইলেকট্রনিক এবং কাগুজে নথির প্রতিলিপি করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। করফাঁকি মামলা নিয়ে তদন্তে নেমে বিবিসির অফিসে 'সমীক্ষা' চালাচ্ছে আয়কর দফতর। মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিবিসি-র দিল্লির দফতরে হাজির হন অন্তত ১৫ জন আয়কর অধিকর্তা। শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। রাত পেরিয়ে পর দিন সকালেও সেই সমীক্ষা শেষ হয়নি। বুধবার দ্বিতীয় দিনে প৷ল বিবিসি-তে আইটি-র সমীক্ষা। সূত্রের খবর, আয়কর দফতরের আধিকারিকরা বিবিসির আর্থিক বিষয়ক বিভাগের পদাধিকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। কথা হয় অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের সংবাদকর্মী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও। তবে মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়েছিল আয়কর দফতর।

চেতলায় বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত তিনটি ঝুপড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার চেতলার লকগেট সংলগ্ন বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি ঝুপড়ি। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ চেতলার লক গেটের হনুমান মন্দিরের কাছে বস্তিতে আগুন লাগে। প্রথমে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে, ক্রমে তা আশেপাশের অন্য ঝুপড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় একে একে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের দাবি, দমকল কর্মীরা আসার আগে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে তাঁদের খাবার সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। আগুন লাগার ফলে সব পুড়ে গিয়েছে। এমনকি নথিপত্র যা ছিল তাও অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ফিরহাদ হাকিম জানান, তিনটে ঘর পুড়ে গিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মেয়র জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পুরসভার তরফ থেকে দেখা হবে এবং সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা হবে পুরসভার তরফে। অন্যদিকে কীভাবে এদিন আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন দমকলের আধিকারিকরা।

মহানগরীর পারদ ১৫ ডিগ্রির ঘরেই, ঠান্ডা অনুভূত হলেও কনকনে শীত ফিরবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সোম ও মঙ্গলবারের পর বুধবারও কলকাতার তাপমাত্রা নিম্নমুখী, এদিনও স্বাভাবিকের নীচে ছিল কলকাতার তাপমাত্রা। বুধবার মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যেই এই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, তবে এবার ধীরে ধীরে বিদায় নেবে শীত। এ বছর নতুন করে কনকনে ঠান্ডা পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কলকাতা- সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে পারে। কয়েকটি জেলায় কুয়াশা থাকতে পারে, যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাবে। চলতি বছর শীতের প্রত্যাবর্তনের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিকপুত্র সৌভিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ ইডি'র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত মানিক ভট্টাচার্য্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল ইডি। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথিরিটিকে মানিকপুত্র সৌভিকের নথি পাঠানো হয়েছে। জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেনের তদন্ত শুরু হয়। সেই সূত্র ধরেই একের পর এক গ্রেফতারি হয়েছে। যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্যের নাম রয়েছে। এরপর ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, মানিক ভট্টাচার্য্যের ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্য্যের একটি সংস্থা রয়েছে, যেখানে আইটির কাজ হয়। ছেলের অ্যাকাউন্টেও বিপুল টাকা পাওয়া যায়। ইডির অনুমান, দুর্নীতির অর্থ লেনদেন হয়েছে মানিকবাবুর পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট থেকেও। ইডির চার্জশিটেও সৌভিকের নাম ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, যে কোনও সময় দেশ ছাড়তে পারেন সৌভিক। এবার সৌভিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল ইডি।

বিন্ধ্যক্ষেত্রে দুই নতুন উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া, শিলান্যাস রেওয়া বিমানবন্দরের

মধ্যপ্রদেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্য অঞ্চল বুধবার একটি নতুন বিমানবন্দর উপহার পেল। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বুধবার বিকেলে রেওয়াতে চোরহাটা বিমানবন্দরে নির্মিত নতুন বিমানবন্দরের ভূমিপূজন করেন। এটির নির্মাণের পরে, ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র এবং খাজুরাহোর পরে এটি হবে রাজ্যের ষষ্ঠ বিমানবন্দর। এটি নির্মাণে ২৩৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। অনুষ্ঠানে ৭৪৭ কোটি ৫১ লাখ টাকার ৩২টি কাজের উদ্বোধন ও ভূমি পুজো করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে ১৪৪ কোটি ৯ লাখ টাকা মূল্যের ১৫ টি কাজের উদ্বোধন এবং ৬০৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা মূল্যের ১৭টি নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান। এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া রেওয়ায় পৌঁছনোর পর উষ্ণভাবে স্বাগত জানানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী চৌহানকে স্বাগত জানিয়েছেন আঞ্চলিক সাংসদ জনার্দন মিশ্র। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়াও শিল্পীদের সাথে ডান্ডিয়া খেলেন। পরে, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঞ্চে পৌঁছানোর সাথে সাথে পুরো অনুষ্ঠানস্থল করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও বাঘেলী গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

লাইনচ্যুত গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬টি বগি, তদন্তের নির্দেশ রেলের

হায়দ্রাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তেলেঙ্গানার বিবিনগরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল বিশাখাপত্তনম-সেকেন্দ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেস। বুধবার সকালে বিশাখাপত্তনম-সেকেন্দ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬টি বগি বেলাইন হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছে রেল। ট্রেনটি কেন লাইনচ্যুত হয়েছে তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ-মধ্য রেলের পিআরও জানিয়েছেন, বুধবার সকালে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, বিবিনগর ও ঘাটকেসর স্টেশনের মাঝে অঙ্কুশাপুর গ্রামের কাছে গোদাবরী এক্সপ্রেসের ৬ টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রেনটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে হায়দ্রাবাদের দিকে যাচ্ছিল। রেল জানিয়েছে, ১২৭২৭ বিশাখাপত্তনম-সেকেঃদ্রাবাদ গোদাবরী এক্সপ্রেসের এস১, এস২, এস৩, এস৪, জিএস এবং এসএলআর বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার জেরে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। ব্যস্ততম এই রুটে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকগুলি ট্রেন।

সিবিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু, উৎসাহী পরীক্ষার্থীরা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা থেকে রাঁচি, দিল্লি থেকে দেহরাদূন, চেন্নাই থেকে লখনউ-বুধবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ৫ এপ্রিল। এদিন দেশের সর্বত্রই পরীক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ছিল যথেষ্ট আনন্দ। ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উৎসাহী দেখা গিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ ফাগুন, ১৪২৯

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

সম্পাদকীয়

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থিত হতে থাকলো। ভারতীয় সংবিধনে সব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা সমান ভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হলো। তারপরে আমরা কী দেখতে পেলাম যে একটি উগ্র ধর্মবাদ ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এটা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া গেল যে একটি উগ্র ধর্মান্ধতার গন্ধ নিয়ে এক শ্রেণির মানুষ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তারা অপর ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের ওপরে আঘাত করতে শুরু করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে শুরু করে ইসরায়েল, ইরান, ইরাক, পালেস্ট্যাইন সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উগ্র ধর্মের আস্ফালান। এটাকে অচিরেই ধ্বংস না করতে ফেলতে পারলে ধর্মান্ধ মানুষেরা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠতে শুরু করবে। তার বিরোধী ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। সেই কারণে আবার ভারতের ধর্মনিরপক্ষেতা মতবাদের জোরদার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। সেখান থেকে কিন্তু পিছু হটতে পারে না। আজকে সারা বিশ্বে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা আন্দোলন ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। উগ্র জাতিয়তাবাদীরা যেখানে ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। উদার ধর্মনীতিকে একেবারে পরিহার করতে শুরু করে দিলেও সেখানে আজকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মতাবাদ ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। উগ্র ধর্মান্ধদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে মিরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছ বহু রাষ্ট্র নেতারা। তারা এখন আর্থিক সঙ্কট কালে সবার মতকে গ্রহণ করে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবার সেই ধর্মান্ধতা কেবল এগিয়ে যাওয়ার পথকে রুখে দেওযার চেষ্টা করছে। শুধু উগ্র ধর্মমত বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াচেছ শুধু তা নয়,। সেখানে এসে উলস্থিত হচ্ছে জাত বর্ণভোদাভেদ। বিভেদ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে মানুষের মধ্যে। সমাজ থেকে শুরু হয়েছে মানব বিভেদ। সেটা এক ধর্মের মধ্যে দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জাতি তত্ত্বকে সামনে রেখে মানুষের বিভেদ তৈরি হয়েছে। বর্ণ তত্ত্বকে সমানে রেখে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছে। ফলে আজকে সমাজ ক্রমশ শক্তিহীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে। সমাজ এখন আর উদার ধর্মের মানুষকে গ্রহণ করে চলার মানসিকতা হারাতে শুরু করে দিয়েছে। কেন এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকলে তার ব্যাখ্যা ধর্মীয় নেতারা দিতে শুরু করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে যখন মানুষ কোনএ আদর্শ গ্রহণ করে এগোতে পারে না আলোর পথ দেখতে পারে না তখন ধর্মের অনধকার দিকগুলো অতি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। তারাই মানুষকে গ্রাস করে অধর্মীয় কাজ করতে উৎসাহ দিতে শুরু করে বা প্রেরণা দিতে থাকে। তার ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে আবার আমাদের নুতন করে যুগের প্রেক্ষিতে ধর্মকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

মোবাইল দূরে রাখুন

ছোটদের থেকে মোবাইল দূরে রাখুন। তাদেরকে সমাজের সঙ্গে মেলামেশার করার সুযোগ তৈরি করে দিন। খেলাধুলা থেকে শুরু করে বেড়ানোর ওপরে বেশি করে জোর দিন। বন্ধুত্ব গড়ে তোলার মানসিকতা তৈরি করুন ছেটদের মধ্যে। মোবাহলী ফোন হাতে পেয়ে ঘরের মধ্যে সারাদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকার ফলে বাইরের জগত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে যেতে শুর করেছে ছোটরা। যে বয়সটা হচ্ছে খেলাধুলার করার বয়স, পড়াশুনা করার বয়স সেখানে মোবাইল একে একেবারে ঘরবন্দি করে থাকতে শুরু করে দিয়েছে ছোটরা। তার ফলে মনের বিকাশ হতে পারছে না। বহুজাতিক একজন ব্রিটিশ কর্ণধার এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, এগারো বছর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মোবাইল তুলে দেননি। ছেলেমেয়েরা যে বয়সেই মোবাইল হাতে পাক না কেন তাদের নিরাপত্তা নিশিচত করাটা খুবই জরুরী। ঠিক মতো মোবাইলে ব্যবহার করতে হবে। তবেই মোবাইল ব্যবহার উপযোগিতা সীমাহীন হতে পারে। কিন্তু মোবাইল যখন মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে তখন তা সেটা মারাত্মক আকার ধারন করে। অত্যাধিক মেহাইল ফোন ব্যবহার করা ফলে জীবনযাত্রার মান পাল্টে যেতে শুরু করে দিয়েছে। স্বভাবতই কিশোর এবং শিশুদের মনে ওপরে এর প্রভাব আরও বেশি করে পড়তে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টচা ধরে মোবাইলে মজে থাকার ফলে শরীরের কোষগুলিতে এর প্রভাব ফেলে মোবাইল আসক্তি তৈরি করছে। ঘরের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কমতে শুরু করে দিয়েছ। স্কুল থেকে বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল নিয়ে কার্টন দেখা এবং গেম খেলা একটা প্রবণতা ক্রমশ প্রকোট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বাড়ির অভিবাকেরা খানিকটা নিশ্চিত হতে পারছে যে তাঁদের ছেলেটা বেশি দুষ্টমি করছে না মোবাইল খুলে শান্ত হয়ে থাকছে। এর ফলটা যে আগামি দিনে মারাত্মক আকার ধারন করতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় পরিবার। সাইবার অপরাধের প্রবণতা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে কিশোর মনকে। গোটা দুনিয়াতে অপরিণত বয়স্কদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। একটি সমীক্ষা বলেছে যে ভারতের এর হার বেশি। ফলে ভারতের উদ্বেগেরে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মোবাইল ফোনকে বাদ দিয়ে আজকে কিশোর জগতে কথা ভাবা যায় না। দুনিয়া যে পথ ধরে চলতে শুরু করে দিয়েছে সবাই সেই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে ছোটরা। ছোটদের বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ বলা যেতে পারে। ফলে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে যে রকমভাবে বাবা মা'রা হাত ধরে ছোটদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন ঠিক সেই রকমভাবে মোবাইল ব্যবহার কালে ছোটদের হাত ধরে পথ দেখাতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

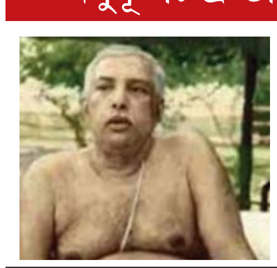

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান।।।।।।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সমানে রেখেই আমাদের বাঁচতে হবে

রবীন্দ্রকুমার শীল্

প্রাচ্যবিদ্যার আজীবন গবেষক রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। এছাড়া আর বাঁচার কোনও উপায় নেই। তিনিই ১৮৪৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এর পুরো একটি অধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন-'' রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানি পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরে তক্তাপোশের ওপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুহলজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিন মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এ ধরনের কাগজ এখন একখানি নাই কেন! বিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণির কাগজ দেখিতে পাই নাই।''

বহু পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে নিয়ে কবিগুরুর আবেগময় মন্তব্য আজও আমাদের ভাবায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। তিনি প্রস্তাব এবং এবং সংযুক্ত সভ্যদের নাম শুনে তাঁর পরিত্যাগ করার প্রস্তাব দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন-'' আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ কর- 'হোমরামোচমরা'দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মিলিবে না।'' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ শ্রোতা ছিলেন বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যতবাণীর। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ঘোষণা করে তিনি বলেছেন-'' বলিতে

গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। পরিভাষার প্রথম খসড়ার সমস্তটা রাজেন্দ্রলাল ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।' বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল। -'হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভব হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কবিগুরুর সর্বশেষ কথা-'' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।' আমরা ধন্য হলাম এই কারণে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে যে অহং প্রকাশ করে তাঁর চরিত্রর বিষয়ে তা সকলের উক্তিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল-'' এ পর্যন্ত বাংলাদেশের (পূর্ব্বের পূর্ববঙ্গ নয়) অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নয়।' রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেননি রবীন্দ্রনাথ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা শোনার আগ্রহ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানিকতলায় গিয়ে উপস্থিত হতেন। বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যখন তখন রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতেন। রাজেন্দ্রলাল তাঁকে গ্রহণ করতে সব সময়ে। কাজ সরিয়ে রেখে নববন্ধুর সঙ্গে প্রীতিময় কথায় মেতে উঠতেন রাজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথ যে পরিষদের কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে সারস্বত সমাজের কথা। এর প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে ২ শ্রাবণ,১২৮৯ বঙ্গাব্দে। কোর্ট অব ওয়ার্ডের কথা এখানে বলা হয়েছে তা শুরু হয়েছিল প্রথমে রাজা নরসিংহের বাগানে আবাসিক বিদ্যালয় হিসাবে। তারপরে সার্কুলার রোডে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ বাগানে স্থানান্তরিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন এর অধ্যক্ষ। বেতন মাত্র পাঁচশত টাকা। এরপরে তিনি প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে আমৃত্যু পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২৬ জুলাই ১৮৯১ সালে। এর দুই দিন পরে বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ২৮ জুলাই।

কলকাতার ফুসফুস পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

কলকাতার ফুসফুস হচ্ছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ইরানের একেবারে উত্তরে, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে পাহাড়ে ঘেরা রুক্ষ ছোট শহর হচ্ছে রামসার। সেখ

ানে ১৯৭১ সালে বসেছিল জাভূমি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৮টি দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তাতে ভারত অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার নাম হয়ে গেল 'সামসার কনভেনশন অপ ওয়েটল্যাণ্ডস'। এর সদর দফতর হল সুইজারল্যাণ্ড। বর্তমান ভারতের সামসার সাইট চল্লিশের বেশি। তালিকায় রয়েছে চিলিকা হ্রদ, মণিপুরের লোকটাক হ্রদ, কোল্লেরু হ্রদ, লোনার ক্রেটার, ভিতরকণিকা, কাশ্মীরের উলার হ্রদ। পশ্চিমবঙ্গের আছে দুটি। এর মধ্যে সুন্দরবন এবং পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ভৌগলিক দিক দিয়ে কলকাতা হচ্ছে নিচু শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার পাঁচ মিটার হবে। পৃথিবীর বড় বড় শহরে যে পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ সাফাই করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে নিকাশি প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য সেখানে কলকাতায় এমন সেই রকম প্ল্যান্ট নেই। তাহলে কলকাতার নোংরা জল যায় কোথায়? তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছিল রাজ্য সরকারের ইঞ্জিনিয়ার ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের মনের মধ্যে। তিনি চারদিকে অনুসন্ধান করে আবিস্কার করলেন যে কলকাতার বর্জ্যজল মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ভ্যানিস হয়ে যেতে শুরু করেছে। এক সময়ে এই নালার পথ ধরে ইঞ্জিনিয়ার ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে পূর্ব প্রান্তের জলাভূমিতে রয়েছে জল পরিশোধিত করার প্রাকৃতিক কৌশল। সেখানে প্রাকৃতি নিয়মের মধ্যে দিয়ে বর্জ্যজল একেবারে পরিশুদ্ধ হতে শুরু করেছে। বর্জ্যজলের জীবাণু মাছের খাদ্যে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বর্জ্যজল বলে আর কিছুই থাকছে না। তার ওপরে এসে পড়তে শুরু করেথে সূর্য্যালোকের অতি বেগুণি রশ্মি। একার চেষ্টায় তিনি এই জলাভূমির রহস্যকে ভেদ করলেন। তারপরে জলাভূমিকে ভরাট করা কাজ শুরু করে দিয়েছিল সরকার। তার ফলে কলকাতা ফুসফুস ক্রমশ কাহিল হতে শুরু করে। জলাভূমির জল পরিশুদ্ধ পানীয় সেটা প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ধ্রবজ্যোতি ঘোষ। তাঁর চেষ্টায় এই খবর গিয়ে উপস্থিত হল সুইজারল্যাণ্ডে। সেখান থেকে আসেন পর্যবেক্ষকেরা। তারা এই পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেলেন যা ধ্রুবজ্যোতি বাবু বলেছেন তা সত্যিই। বর্জ্যজল প্রাকৃতিক নিয়মে পরিশুদ্ধ জলে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে এটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। ২০০৭ সালে সামসার সাইটে এই জলাভূমিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হল। স্বীকৃতি লাভ করলেও এর ধ্বংসলীলা এখনও থেমে যায়নি। কলকাতার শহরে মাছের বাজারে যেসব মাছ আসে তার বেশির ভাগ আসে পূর্ব কলকাতা ভেড়ি থেকে। বিপুল পরিমাণে সবজি আসে এখান থেকে কলকাতায়। আজকে সেই ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। জলাভূমি ভরাট করে বহুতল বাড়ি হতে শুরু করে দিয়েছে। চলছে দূষণ। জমা জল জমে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। কলকাতার জমা জল যাওয়ার রাস্তার ক্রমশ বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে কলকাতার জমা জল সরাতে লকগেট তৈরি করার দরকার ছিল না। কলকাতা জমা জল সরে যাওয়ার যে ধরনের প্রাকৃতি ব্যবস্থা গড়ে উঠে ছিল তা এখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে কলকাতার বিপদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টির জমা জল সরছে না কলকাতার। বৃষ্টি হলেই জল জমতে শুরু করেছে। বর্জ্যজল যাও.ার রাস্তা আমরাই বন্ধ করে দিয়েছি। তার ফলে কলকাতায় এখন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কলেরা রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে।

বর্তমান রাজনীতি কোনও আদর্শের পথ ধরে এগোতে পারছে না

বর্তমান রাজনীতির জগত কোনও আদর্শ পথ ধরে এগোতে পারছে না বলে মনে করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেছেন, এখন বামপন্থীরা পথ দেখানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলতে চেয়েছেন তথাকথিত বামপন্থীদের কথা তিনি বলতে একেবারে নারাজ। তিনি চিরাচরিত বামপন্থীদের কথা বলতে চান। তিনি বামপন্থী দল করা আর বামপন্থী মতে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্যে বিস্তার ফারাক রয়েছে। ত্রিপুরাতে যে ঝড় এসে বাম শক্তিকে পরাস্ত করে দিয়েছিল তার দায় তিনি গ্রহণ করে নিয়েই বলেছেন যে ত্রিপুরাতে বিশ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে বহাল থেকে বামপন্থী মতটা কি তার ব্যাখ্যা সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে তুলে ধরানো একেবারে সম্ভব হয়নি বলেই আজকে ত্রিপুরা একেবারে বামশক্তিহীন রাজ্যে পরিণত হতে শুরু করেছে। কিন্তু একটি সময়ে ত্রিপূরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ক্যাপ্টেন হিসাবে নাম করতে শুরু করে দিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে ত্রিপুরাবাসীরা বামপন্থী বলতে ম্যানিক সরকারকেই জানে। এবারে কিন্তু মানিক সরকার ত্রিপুরাতে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার আগেই নিজেকে সরিয়ে রেখে দিলেন। ময়দানে না থাকলেও তাঁকে কেন্দ্র করে প্রবল চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে ত্রিপুরাবাসীদের মধ্যে। দলীয় প্রচারে অংশ গ্রহণ করছেন তিনি।

সারা রাজ্য জুড়ে প্রচার দলের হয়ে সভা সমিতিতে যোগদান করতে শুরু করে দিয়েছেন। নির্বাচন শুরু হওয়ার এগিয়ে আসতেই ঝড়ো ইনিংস খেলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এখনও বহু ভোটারদের কাছে আদর্শ নেতা। তাকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরার জনতার উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। মানিক সরকার বলেছেন, সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান তো অনেক দিন হলো। সেই ১৯৭৯ সাল থেকেই। প্রথমে মুখ্য সচেতক। পারপরে বিশ বছর মুখ্যমন্ত্রী। তারপরে আবার তিনি বিরোধী দল নেতা। এর পরে তো কোথাও থমাতে হবে। নহলে পরবর্তী জনকে কীভাবে স্থান দওয়া সম্ভব হবে? এই যুক্তি মেনে নিয়েছে দল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার আগেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরাতে মানিক সরকার সরে যাওয়ার পর আর কোনও বাম নেতার মুখ দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে ত্রিপুরাতে বাম আন্দোলন ঘিরে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

অর্থ সঙ্কট কালে পাক নাগরিক সরকারের পাশে নেই

পাকিস্তানের চরম অর্থ সঙ্কট। তারা এখন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে তবেই পাকিস্তান তার প্রশাসনকে পারিচালনা করতে পারবে। নাহলে পাকিস্তান সরকার প্রচণ্ড অব্যবস্থার মধ্যে পড়তে থাকবে। পাকিস্তান যখ ন টাকার জন্য হাপিত্যেশ করতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক তখনই এক পাক নাগরিক তুরস্কের দূতবাসে গিয়ে ৩ কোটি ডলার দান করলেন ভূমিকম্পের আহতের জন্য। ভারতীয় মূল্যে যার আনুমানিক মূল্য হল ২৮৪.৫ কোটি টাকা। এই বিষযটি নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ প্রশংসা করেছেন বটে। কিন্তু সেই পাক নাগরিক কেন পাকিস্তানের চরম আর্থিক সঙ্কটকালে পাকিস্তান সরকারকে টাকা না গিয়ে তুরস্ক সরকারের ভুকম্পের জন্য আর্থিক সাহায্য করলেন তা ভাববার বিষয় তো বটেই। যে পাক নাগরিক এই টাকা দান করেছেন তিনি তাঁর নাম অপরিচিত রেখেছেন। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হয়ে রয়েছেন। তাঁর কোনও পরিচয় জানতে পারা যায়নি। তুরস্ক দূতাবাসকে বলে দেওয়া হয়েছে তাঁর নাম যেন প্রকাশ্যে না এসে উপস্থিত হয়। তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূকম্পের জন্য অর্থদান করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাক নাগরিক কেন পাকিস্তানের দূতাবাসে না এসে তুরস্কের দূতাবাসে গিয়ে অর্থ দান করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

নেট দুনিয়ার লোকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটি জানে যে পাকিস্তানে চোরেদের সরকার। সেখানকার সবাই সরকারি তহবিল থেকে টাকা তুলে সরকারী কোষাগার একেবারে ফাঁকা করে দিয়েছে। পাক সরকারের হাতে টাকা দিলে তা সদ্ব্যবহার হবে না। সেই কারণে তুরস্কের দূতাবাসে এসে অর্থ দান করে গিয়েছে। একটি দেশের জনস্বার্থে দান করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকার যখন অর্থের জন্য অপরের দ্বারে দ্বারে যখন ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে তখন এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে অবাক করে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের প্রতি তাহলে কি পাক নাগরিকেরা আস্থা হারাতে শুরু করে দিয়েছে। পাক সরকারের প্রতি সেখানকার জনগণের কোনও সহানুভূতি একেবারে নেই তা বুঝতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের অর্থ সঙ্কট ছাড়াও বন্যা সঙ্কচ চলছে পাকিস্তানে। বন্যা কবলিত এলাকায় পাক সরকার ঠিক মতো রিলিফ পাঠাতে পারছে না। দেশের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাতাশ শতাংশ। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তান সরকারকে অর্থ দান না করে তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূকম্পের জন্য অর্থ দাান করাটাকে বাঁকা চোখে দেখ তে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার বিরোধী নাগরিকেরা। তারা বলতে শুরু করেছে বর্তমান পাকিস্তান সরকারের প্রতি নাগরিকদের কোনও সহানুভূতি এবং আস্থা নেই। তার ফলে একজন পাক নাগরিক তুরস্ত দূতাবাসে গিয়ে সেখানকার আহত ব্যক্তিদের সেবাশ্রুশষার জন্য অর্থ দান করে এলেন। এই সময়ে অর্থ দান করাটা মহৎ কাজ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পাকিস্তান সরকার যাতে তার কোনও ক্রেডিট গ্রহণ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় পাক নাগরিক।

সাংবাদিক ও সামাজ সেবক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

শ্যামল সান্যাল, বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশের ২২তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সঅবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও সাংবাদিক মো, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল গত সোমবার দুপুরে এ পদে তাঁকে 'নির্বাচিত' ঘোষণা করেন। এর আগে এ পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন মো. সাহাবুদ্দিন। তার মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হয়। আর কোনো প্রার্থী মনোনয়ন জমা না দেয়ায় নির্বাচন কমিশন অবসরপ্রাপ্ত এই জেলা জজ, সাংবাদিক ও সমাজ সেবককে পরবর্তী প্রেডিডেন্ট হিসেবে 'নির্বাচিত' ঘোষণা করেন। পেশাগত ও রাজনৈতিক বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারমন্ডিত মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছিল অনেকের ধারণার বাইরে। ২১তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মো.আবদুল হামিদের মেয়াদ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে পারেন এ নিয়ে চলে নানা জল্পনা কল্পনা। প্রায় ২ মাস ধরে সংবাদমাধ্যমে ভেসে বেড়ায় বেশ কিছু নাম। কিন্তু সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটে মনোনয়পত্র দাখিলের শেষ দিন ১২ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। সঙ্গে ছিলেন দলের মহাসচিব এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মনোনয়নপত্র দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাউর হয়ে যায় মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর নাম। আকস্মিক এই নামে আওয়ামী লীগের পদধারী নেতা, প্রেসিডিয়াম মেম্বার, কর্মকর্তা, সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ও পদস্থ কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ, তথা দেশবাসী শুধু বিস্মিতই হয়েছেন। কারণ, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় এই নামটি ছিল একেবারেই অনুচ্চারিত। সাধারণের ভাবনারও অতীত অথচ স্বনামধন্য সুযোগ্য এই ব্যক্তিত্বকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী

যেন রীতিমতো চমক দেখালেন। ভুল প্রমাণিত হলো সবার জল্পনা কল্পনা। কয়েক ধরেই বিষয়টি ছিল 'টক অব দ্য কাঃ ট্র'।মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বিচার, আইনাঙ্গনে ও সাংবাদিক মহলে বইছে উচ্ছাস। রাজনৈতিক অঙ্গনেও যেন এসেছে স্বস্তি। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যেসব দফতরে দায়িত্ব পালন করেছেন সেসব ক্ষেত্রে বইছে আনন্দের বন্যা। তবে বহুল আলোচিত হলেও রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদটিতে ব্যক্তিকে বেছে নেয়ায় প্রশাসনের একটি অংশে লক্ষ করা গেছে হতাশা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের লক্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রশাসন ক্যাডারদের বিরস বদন। সর্ব সাধারণের মধ্যে নিজ জেলা পাবনায় দেখা দেয় মিষ্টির সঙ্কট। বঙ্গভবন তাদের হতে যাচ্ছে এমনই আনন্দে উদ্বেলিত রাষ্ট্রপতির নিজ এলাকায়পাবনার মানুষ। কারণ, পাবনার প্রতিটি অঞ্চলে রয়েছে তার পদচিহ্ন। শৈশব রাজনীতি করেছেন। ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠকর্মী। শিক্ষাজীবনে করেছেন সাংবাদিকতা। বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলার বাণীতে জেলা সংবাদদাতা হিসেবে সুনাম ছিল বলিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন। সাংবাদিকদের যে কোন সমস্যা তিনি সমাধান করেছে। সাংবাদিকদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন পাবনা প্রেসক্লাব। রাজনীতির পাশাপাশি সম্পৃক্ত ছিলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে। ছিলেন অনেক সংবাদমাধ্যমের উপদেষ্টা। নিবেদিত ছিলেন সমাজ সেবা মূলক নানা কর্মে। এসব কারণে সবার কাছেই তিনি 'নিজেদের লোক'। সর্বমহলের অলোচনায় ঘুরেফিরে এ প্রশ্নই উঁকি দিয়েছে যে, কোন্ বিবেচনায় বেছে নেওয়া হলো রাজনৈতিক অথচ বিচার বিভাগীয় এই ব্যক্তিত্বকে? এ প্রশ্নে অনেকে যার যার মতো খুঁজছেন উত্তর। তবে প্রায় সব আলোচনার উপসংহার মিলিত হয়েছে এক মোহনায়। তা হলো চলমান রাজনৈতিক উত্তাপ, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সমূহ রাজনৈতিক সঙ্কট, টানাপড়েন, সাংবিধানিক জটিলতা, বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আঃেদালন, আশঙ্কিত সংঘাত, উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতিতে করণীয়। এসব বিষয়কে মাথায় নিলে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রয়োজন তার সবকিছুই সামাল দেওয়ার পরিপক্কতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে। (ক্রমশ)

নদী থেকে বালি ও মাটি পাচার বন্ধ করল প্রশাসন

তনুজ জৈন, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দুরন্ত বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের জেরে টনক নড়লো প্রশাসনের। অভিযোগ উঠেছিল অবাধে নদীর বুক থেকে বালি এবং মাটি কাটা হচ্ছে বেআইনি ভাবে। অবশেষে ঘটনাস্থলে গেলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বন্ধ করে দেওয়া হল মাটি এবং বালি কাটার কাজ। রিপোর্ট পাঠানো হলো জেলা প্রশাসনকে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। লোক দেখানো নাটক এসব, কটাক্ষ বিজেপির। তৃণমূলের জামানায় প্রশাসন তৎপর, তাই পদক্ষেপ নেওয়া হয়, পাল্টা তৃণমূল। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের খিদিরপুর এলাকার বাঙালী পাড়া দিয়ে বয়ে গেছে ফুলহার নদী। অভিযোগ ওঠে সেই নদীর চর থেকে অবাধে বালি এবং মাটি কাটা হচ্ছে। মাটি কেটে সেই মাটি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বিহারে। তৃণমূল এবং প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় বিজেপি। সূত্র মারফত জানা যায় ডিসিআর কেটে চলছিল ওই কাজ। কি ভাবে নদীতে মাটি কাটার অনুমতি প্রশাসন দিল তা নিয়েও উঠে প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে সেই খবর। তারপরেই এবার পদক্ষেপ প্রশাসনের। আজ ঘটনাস্থলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিজয় গিরি, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস, ভালুকা ফাঁড়ির ইনচার্জ ঝোটন প্রসাদ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। বন্ধ করে দেওয়া হয় বালি এবং মাটি কাটার কাজ। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। যদিও এতদিন প্রশাসন কেন চুপ করে বসে ছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে? বিজেপির অভিযোগ মাঝে মাঝে এই ধরনের নাটক করা হয়। কিন্তু আদৌও প্রকৃত পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। যদিও তৃণমূলের পাল্টা দাবি প্রশাসন নিজের কাজ করছে। বিজেপি নোংরা রাজনীতি করে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস বলেন, আমরা গিয়ে খতিয়ে দেখেছি। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন, আমরা বারবার বলেছি প্রশাসন নিজের কাজ করবে। কেউ অবৈধ ভাবে মাটি কাটলে অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মমতা ব্যানার্জি বলে দিয়েছেন কোন অবৈধ কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জেলা বিজেপির নেতা কিষান কেডিয়া বলেন, এর আগেও যখন খবর হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে তখন প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়েছে। সেটা শুধুমাত্র লোক দেখানো। কাজের কাজ কিছু হয় না। তাই মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যও বন্ধ হয় না। এলাকাবাসীর দাবি প্রশাসন এমন পদক্ষেপ নিক যাতে নদী থেকে মাটি কাটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়। কারণ এর আগেও অভিযোগ হয়েছে বারবার কিন্তু সমাধান হয়নি। এইভাবে নদী থেকে মাটি কাটতে থাকলে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বন্যা হলে ভয়াবহ সমস্যার মুখে পড়তে হবে সমগ্র এলাকাকে। তাই প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি জানাচ্ছে এলাকাবাসী।

ছাত্রীর পথ আটকে হামলার ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে ফেরার পথে মাধ্যমিকের এক ছাত্রীর উপর মুখে রুমাল বেঁধে চড়াও হল চার-পাঁচ জন দুষ্কৃতী। ছাত্রী পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় ও হাতে আঘাত করে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এব্যাপারে পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে শহরজুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাটে। জানা গেছে, ওই ছাত্রীর বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঁড়শালা মসজিদ পাড়ায়। বুধবার দুপুরে রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে বাড়ি ফিরছিল মাধ্যমিকের ওই ছাত্রী। স্কুল থেকে মহকুমা শাসকের বাংলোর গা ঘেঁষে যাওয়া রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। তার একটু দুরেই জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবন নামে ছেলেদের স্কুল। এরকম একটি জনবহুল রাস্তার উপর চার-পাঁচ দুষ্কৃতী মুখে রুমাল বেঁধে ছাত্রীর রাস্তা আটকায়। তাকে থামতে বলে। ছাত্রীটি পালানোর চেষ্টা করলে তার গলায় ও হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এরপরেই ছাত্রীটির চিৎকারে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ছাত্রী জানায়, দুষ্কৃতীরা সকলে ১৮ বছর বয়সী। প্রত্যেকের মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। তবে একজন তার পরিচিত মনে হয়েছে। কারণ এর আগেও সে তাকে উত্যক্ত করেছে। সেই আরও কয়েকজন যুবককে নিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকতে পারে। ছাত্রীর মা বলেন, রামপুরহাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিটন বলে এক যুবক মাঝে মধ্যেই মেয়েকে উত্যক্ত করত। মেয়ে বাড়িতে সেকথা জানিয়েছিল। এদিন স্কুলে অ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়েছিল। কাকা স্কুলে দিয়ে এসেছিল। তারপর ফিরছিল। তখনই তাকে ঘিরে ধরে। এর আগে একদিন গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে ফিরছিল। তখন ওকে ঘিরে ধরে বলেছে বিয়ে না করলে মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেব। সিটন বলে ওই ছেলেটাই মেয়ের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা চাই সিটনকে গ্রেফতার করে বাকিদের বের করা হোক। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মল্লিকা হালদার বলেন, আমাদের স্কুলে ছাত্রীদের অনেক চাপ। তারপরও আমরা মাঝে মধ্যে স্কুলের বাইরে গিয়ে দেখি কেউ অযাচিতভাবে ঘোরাফেরা করছে কিনা। সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দিই। পুলিশ মাঝে মধ্যে টহল দেয়। তবে আমি বলব অভিভাবকরা মেয়েদের নিয়ে যাওয়া-আসা করুক।

আগুনে পুড়ে রাস্তায় পড়ল গাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সড়কের পাশে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে পুড়ে রাস্তার ওপরে উপড়ে পড়লো বড় গাছ। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সীমা চৌধুরী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে। জলপাইগুড়ি জেলার গয়েরকাটা থেকে বানারহাটগামী যে রাজ্য সড়ক সেই সড়কের ওপর আচমকাই একটি বড় গাছ উপড়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেই সময় সেই সড়ক ধরেই বিডিও অফিসে যাচ্ছিলেন বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সীমা চৌধুরী ও তার গাড়ির চালক। যদিও ওই রাস্তায় সবসময় প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। ডুয়ার্সের গয়েরকাটার সবচাইতে নিরিবিলি সড়ক ওটাই। স্বাভাবিক ভাবেই বানারহাট যেতে হলে অথবা ভুটান যেতে হলে ওই নিরিবিলি সড়ক ধরেই মানুষ গিয়ে থাকেন। আচকাই এভাবে গাছ উপড়ে পড়ায় রীতিমত চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন উঠছে কারা আগুন ধরিয়েছিলো এভাবে রাস্তার পাশে। এদিকে আগুনের জেরে ব্যাপক ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। যেকোনো মুহূর্তে পথচারী ও চা শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলেই আশঙ্কা করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিজেই। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন গয়েরকাটার পরিবেশ প্রেমী সংস্থা আরণ্যকের সদস্যরা সহ বিন্নাগুড়ি আউট পোস্টের পুলিশ ও ধূপগুড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা দমকলের একটি ইঞ্জিনের সাহায্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এদিকে রাস্তার মাঝে এভাবে গাছ পড়ে থাকার কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা গাছ কাটতে শুরু করলে পরবর্তীতে পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা জেসিবির সাহায্যে গাছটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

সিসি ক্যামেরার উদ্বোধনে গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজারে সিসি ক্যামেরা বসানোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বুধবার সকালে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে নিয়ে উদ্বোধন করলেন সিসিটিভির। মেয়র এদিন জানালেন, শিলিগুড়িতে বাড়ছে অপরাধ। তাই সবসময় প্রয়োজন সিসি টিভির। তাই আমি এই উদ্যোগ নিলাম। আমার লক্ষ্য শিলিগুড়িকে নিরাপদ রাখা। তাই এই সিসি টিভির আয়োজন। আমি ভাবছি শিলিগুড়ির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সিসি টিভি দিয়ে মুড়ে দেব। আমি চাই শিলিগুড়িকে অন্য শহরে পরিণত করে তুলতে। আর সিসি টিভি থাকলে অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে। এদিন এই সিসি টিভি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য এমএমআইসি এবং শিলিগুড়ির মিউনিসিপাল কর্পরেশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অফিসারেরা।

রাজবংশী সমাজের গুনীজন সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজের গুনীজনদের সংবর্ধিত করা হল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। অনুষ্ঠান মঞ্চে গুনীজনদের পা ধুইয়ে দিয়ে তাদের উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালন উপলক্ষে ময়নাগুড়ির বেংকান্দি এলাকায় অভিনব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্টজনেরা। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের গুনী মানুষদের পা ধুয়ে সম্মান জানান অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায় সহ বিভিন্ন জনজাতির মানুষ। একটি র‍্যালির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর দিনভর চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উপাচার্যর কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতী সোনার ডিম দেওয়া হাঁস, সেই ডিমে আশ্রমিক, রাবীন্দ্রিক ও প্রাক্তনীদের আগ্রহ, বুধবারের সাপ্তাহিক মন্দিরে খোঁচা বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। বুধবারের মন্দিরে প্রস্তাবনা করতে আশ্রমিক ও প্রাক্তনীদের আক্রমণ করা তাঁর প্রথায় দাঁড়িয়েছে। আগেও আশ্রমিক ও প্রাক্তনীদের রাবীন্দ্রিক বলে কটাক্ষ করার পর, এবার বাঙালির আবেগকে খোঁচা মারলেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে দুয়েক কথা বলার পরই তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। সাপ্তাহিক মন্দির এখন তাঁর সেই পরাচিত প্ল্যাটফর্ম। উপাচার্য নিজেই আক্ষেপ করে বলেন, সিংহভাগ মানুষ এই সাপ্তাহিক মন্দির অনুষ্ঠানে আসেন না। উপস্থিতির ঘটনাটি সত্যি হলেও, অধ্যাত্মিকতা বাদ দায়ে অনেকেই সাত সকালে এই সমস্ত কুসমালোচনা শুনতে চান না। এদিনের মন্দিরে উপাচার্য বাঙালির আবেগকে আক্রমণ করতে গিয়ে উপাচার্য বলেন, হলফ করে বলতে পারি। কাউকে দুঃখ দেওয়ার জন্য বলছি না, আগের রাবীন্দ্রিক, আশ্রমিক ও প্রাক্তনী, আর আজকের দিনে রাবীন্দ্রিক, আশ্রমিক ও প্রাক্তনী এক নয়। আজকের দিনে তার বলে বিকৃত অর্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ২০২০ সালের ২০ অগাস্ট এই আবেগে অসামাজিকদের তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী তোরণ ও দেওয়াল ভেঙে দেয়। আবেগ তাড়িত হয়ে আমরা অন্যায় করি। এই আবেগে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ লুকিয়ে আছে। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বভারতীকে না ভালোবাসার প্রকাশ। আজ বিশ্বভারতীতে প্রতাটি শব্দে লুকিয়ে আছে বিকৃত অর্থ। আমাদের বিশ্বভারতী সোনার ডিম দেওয়া হাঁস। আমরা সবাই সোনার ডিমের অংশ চাই। কিন্তু সেই ডিম দেওয়া হাঁসকে লালন পালন করতে চাই না। তিনি বলেন, সোনার ডিমের প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে। কিন্তু বিশ্বভারতীকে লালন পালন করার আবেগ নেই। বিশ্বভারতী থেকে কতটা পেতে পারি, তাতেই আমার আগ্রহ।

Office of the
Dhanara Gram Panchayat
(Khatra Panchayat Samity)
Vill-Bena, PO: Chaka,
PS: Khatra, Dist- Bankura,
Pin: 722140

e-Tender invited by Dhanara Gram Panchayat, Khatra, Bankura **NIT No. 01/DGP/15 th CFC/2022-23 & 02/DGP/15 th CFC/2022-23,** start Date: **08/02/2023** closing Date: **23/02/2023, NIT No. 03/DGP/15 th CFC/2022-23,** Start Date: **11/02/2023** closing Date: **27/02/2023.** For details please visit **wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhanara Gram Panchayat

কাজ করতে না দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ মেমারি পৌরসভার তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ডের ১৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার পদ্মা ক্ষেত্রপাল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কাজ করতে না দেওয়ার অভিযোগ জানান। এ বিষয়ে তিনি মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, সদর মহকুমা শাসক দক্ষিণ কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ও রাজ্য দলনেতা অভিষেক ব্যানার্জীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ তাকে ওয়ার্ডের কোন কাজ করতে দিচ্ছে না চেয়ারম্যান। ওয়ার্ডের কোন ড্রেন পরিষ্কার কিম্বা বাড়ি ঘরের কাজ করতে দিচ্ছেন না। তিনি পাল্টা ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে কাউন্সিলরকে উপেক্ষা করে কাজ চালাচ্ছেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। সম্প্রতি পৌরসভার উদ্যোগে প্রতি ওয়ার্ডে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে।

OFFICE OF THE
ULUBERIA-II PANCHAYAT SAMITY
RAJAPUR: KARATBERIA : ULUBERIA : HOWRAH

e-tender (3rd Call) is invited by the E.O on behalf of Uluberia -II Panchayat Samity for the work published in the website **http://wbtendres.gov.in Ref:- NIeT. No. HWZP/ULU-II/PS/NIeT-18/2022-23, 19/2022-23 & 20/2022-23**, Document download start from **13.02.23, 18.50 hr. to 20.02.23, 11.30 hr.**, Bid submission end on **20.02.23, 12.00hr. & Ref:- NIeT. No. HWZP/ULU-II/PS/NIeT-21/2022-23**, Document download start from **14.02.23, 18.50 hr. to 21.02.23, 11.30 hr.** Bid submission end on **21.02.23, 12.00 hr.**

Sd/-Executive Officer
ULUBERIA-II PANCHAYAT SAMITY

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankura
NIeT 25 Memo 123/Braja/2023 Date 10.02.2023, NIeT 26 Memo 124/Braja/2023 Date 10.02.2023, NIeT 27 Memo 128/Braja/2023 Date 15.02.2023

Prodhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wbetenders.gov.in** web site.

Sd/- Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

Office of the Kulerdari Gram Panchayat
NOTICE INVITING TENDER Bearing Memo No. 65/KGP/2023, Date-16/02/2023 (TENDER ID: 2023_ZPHD_474922_1 and 2023_ZPHD_474922_2)

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of (i) Renovation and Painting work at Daulatpur High School. Source of Fund: 14 th FC 2022-23, Estimated Amount(Rs) 376454.00, (ii) Renovation work at Raghudebpur Elokeshi Aikyatan Balika Vidyalaya, Source of Fund: 15 th FC Untied 2020-21, Estimated Amount(Rs.) 720167.00. Work Completion Period: 30 Days. Documents download start date (online) **16/02/2023 at 11:00 hrs.** Bid submission date from **16/02/2023 11:30 hrs. up to 25/02/2023 12.00 hrs.** Bid opening date **27/02/2023 12.00 hrs.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Kulerdari Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block

জে আর ডি ফাইনান্স লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ১/ ১এ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, ৫ম ফ্লোর,
রুম নং. ৫জি, কলকাতা-৭০০০৭২ টেলি ঃ ৯১ ৩৩ ৪০০৬ ৬০৬২
ই-মেল ঃ **Fin.jrd@gmail.com,** ওয়েবসাইট ঃ **www.jrdfinance.com**
CIN : L65999WB1993PLC058107

প্যান, কেওয়াইসি তথ্যাবলী এবং মনোনয়ন জমা করার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় সেবি সার্কুলার তারিখ ০৩ নভেম্বর, ২০২১ ভিত্তিতে এবং সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার হোল্ডারদের অনুরোধ দয়াকরে আপডেট করান নিজের প্যান, কেওয়াইসি, মনোনয়ন ইত্যাদি। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি নিজের প্যান, কেওয়াইসি, মনোনয়ন ইত্যাদি জমা করতে আমাদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-র ঠিকানায় যা নিম্নোক্ত ঃ

এস. কে. ইনফোসলিউশান্স প্রা.লি.
ডি / ৪২, কাটজু নগর কলোনি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সাউথ সিটি মলের নিকট, পোস্ট ও থান-যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২।
টেলি ঃ ০৩৩-২৪১২০০২৭/ ০৩৩-২৪১২০০২৯
Email Id- contact@skcinfo.con/skcdilip@gmail.com

উপরি-উল্লিখিত ফর্মের কপি ডাউনলোড করা যাবে আমাদের আরটিএ ওয়েবসাইট থেকে http://www.skcinfo.com/notice.php and http://www.skinfo.in/notice.php।

জে আর ডি ফাইনান্স লিমিটেডে-র পক্ষে
স্থান ঃ কলকাতা — **স্বা /- পৃথা সিনহা পাণ্ডে**
তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৩ — **কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক**

ম্যাথু এসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ রাজকমল বিল্ডিং, ১২৮, রাস বিহারী এভিনিউ, ১ম ফ্লোর কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেল ঃ **mers.ltd@gmail.com,** ওয়েবসাইট ঃ **www.mersl.co.in**
CIN - L74910WB1994PLC064483

প্যান, কেওয়াইসি তথ্যাবলী এবং মনোনয়ন জমা করার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় সেবি সার্কুলার তারিখ ০৩ নভেম্বর, ২০২১ ভিত্তিতে এবং সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার হোল্ডারদের অনুরোধ দয়াকরে আপডেট করান নিজের প্যান, কেওয়াইসি, মনোনয়ন ইত্যাদি। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি নিজের প্যান, কেওয়াইসি, মনোনয়ন ইত্যাদি জমা করতে আমাদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-র ঠিকানায় যা নিম্নোক্ত ঃ

মে. এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড
৩৮৩, লেক গার্ডেন, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৪৫
টেলি ঃ ০৩৩-৪০৭২ ৪০৫১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-৪০৭২ ৪০৫০
Email Id-mcssta@rediffmail.com
Website address-www.mcsregistrars.com

উপরি-উল্লিখিত ফর্মের কপি ডাউনলোড করা যাবে আমাদের আরটিএ ওয়েবসাইট থেকে www.mcsregistrars.com।

ম্যাথু এসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড পক্ষে
স্থান ঃ কলকাতা — **স্বা /- রাজশ্রী মুন্দ্রা**
তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৩ — **কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক**

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং ইহার আরও একটি অফিস রয়েছে
রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি., ১ম ফ্লোর, ১-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২।

বিক্রয় ঘোষনা এবং পাবলিক নোটিস বিক্রয়ের জন্য সুরক্ষিত সামগ্রী যা বন্ধকী রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.-র কাছে

নিম্নে উল্লেখিত এইচডিএফসি লি. (ব্যাঙ্ক) গ্রাহক উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে সুরক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে, যার দরুণ ঋণ সুবিধা নিয়েছে ঋণ / ওভারড্রাফট সম্পত্তি বন্ধক রেখে। বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তরফ থেকে ব্যর্থতার দায়ে লোনের চুক্তি অনুসারে, নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলি দোষী হিসাবে বিবেচিত। ব্যাঙ্ক বহুবার ওই গ্রাহদের নোটিস জারি করেছে, যার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিস নিম্নে উল্লেখিত তারিখে, যার ফলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ৭ দিনের সময় প্রদান করছে সমস্ত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে, যাহাতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করেই। গ্রাহকরা অবহেলা করছেন এবং বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার প্রয়োগ করে লোন চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিক্রয় বা সমাপ্তি করতে সমস্ত বন্ধকী **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** বা তারপর বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধার করতে যা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও সূচিত করা যায় যে, যে কোন সময়, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যমান কমে যেতে পারে স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারনে যাহাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সীমারেখায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে এক (১) ক্যালেণ্ডার দিবসে, কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে। গ্রাহকরা বাধ্য রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতে যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি সম্পাদনের পর সামঞ্জস্য করা হবে।

ক্র নং	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	গ্রাহকের নাম	৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে থাকা বকেয়ার পরিমান	বিক্রয় নোটিসের তারিখ
১	XXXX5629	প্রহ্লাদ রাই খেতওয়াত	১,০৪৪.২৩	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২	XXXX9053	রাজকুমার পুগলিয়া	১২৪,৪১১.৯৪	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৩	XXXX8702	কৌশিক নাগ	১,৮০৩,৮৪০.০২	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৪	XXXX4160	শশী আনন্দ	১,৯৬৫,৩০২.২৭	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৫	XXXX3690	দেবব্রত চন্দ্র	২৮৫,৭০১.৮৯	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৬	XXXX9205	সলিল কুমার ঘোষ	৩৯৪,৭২৩.৫০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৭	XXXX8450	অশোক ভট্টাচার্য	৫,৪২৪.৫৩	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৮	XXXX4594	আনন্দ প্রসাদ পাইক	৪,০৬৬.৪৩	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৯	XXXX9155	কোকিলাবেন জে প্যাটেল	২,৬৭০,৬৮০.১০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১০	XXXX7297	অনীক সাহা	২৯৪,০৭২.৬০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১১	XXXX1476	মালবিকা দাস	১৬১,৪১৯.৮৩	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১২	XXXX0556	কুমার পিন্টু সাহা	৩১৯.০০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৩	XXXX9151	প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী	৩,৩৬৩.১৯	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৪	XXXX7440	পরশমিতা রায়	৩,২৮৮.৯৫	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৫	XXXX5517	ইভা সরকার	৯৯০.৮২	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৬	XXXX7296	নির্মাল্য মজুমদার	১,০৭৮,৯৮৪.১৭	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৭	XXXX7297	মিনতি সেন	১,১৮০.৮২	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৮	XXXX4812	কাশিশ অরোরা	২২,৬৩৯.৫৮	৮-ফেব্রুয়ারি-২৩
১৯	XXXX69622	গৌতম কর	৩৬,২৩৩.৭০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২০	XXXX4141	বসন্ত প্রভাত সাহা	৯৮৫,২৩৫.৯১	৮-ফেব্রুয়ারি-২৩
২১	XXXX7265	রানিতাল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড	১,১৮২.০০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২২	XXXX3125	মলয় দত্ত	১,১৭৩.০০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৩	XXXX6671	সুভাষ চন্দ্র চ্যাটার্জি	১,০২৮.৫৪	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৪	XXXX2639	অতনু চ্যাটার্জি	১,১৮৫.০০	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৫	XXXX6581	ইমরানুল ইসলাম	১,০১৮,৭৭৫.৬৬	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৬	XXXX4572	মনোমিতা সিংহ	৬৬৭,৬৯৮.৪৬	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৭	XXXX0112	নিলয় সরকার	৩৯০,৬২৮.১৯	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৮	XXXX9138	ডালিয়া চক্রবর্তী	৬১৫,০৯৭.৬৯	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
২৯	XXXX7924	সাধনা চক্রবর্তী	৪২,৯৭৫.০৩	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৩০	XXXX9700	কৃষ্ণেন্দু সুন্দর মুখার্জি	১,৪০০.৮২	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৩১	XXXX0450	নবীন কুমার ডাডো	৮৩৬.৮২	১৪-ফেব্রুয়ারি-২৩
৩২	XXXX2141	জয়ন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪৭,৫৪৬.৬০	৮-ফেব্রুয়ারি-২৩

তারিখ ঃ ১৬-০২-২০২৩ — **স্বা /-**
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ — **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.**

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিই-বিএল-৩-৪-৫-২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার/ ব্রিজ/ ওপেন লাইন / এন.ই. রেলওয়ে/ গোরক্ষপুর আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার উল্লেখিত কাজের জন্য ঃ **ক্রম নং. (১)** ই-টেন্ডার নং. ডিসিই-বিএল-০৩-২০২৩, কাজের বিবরণ ঃ রং করা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার/ ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে এলজেএন ডিভিশন এন.ই. রেলওয়েতে। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ ৭৮,৩১,৫৩৭.১১, বায়না মূল্য (টাকা) ঃ ১,৫৬,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য, গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৫ (পাঁচ) মাস। **ক্রম নং. (২)** ই-টেন্ডার নং. ডিসিই-বিএল-০৪-২০২৩, কাজের বিবরণ ঃ রং করা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার/ ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে বিএসবি ডিভিশন এন.ই. রেলওয়েতে। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ ২,১৭,১১,৮১৭.৭৭, বায়না মূল্য (টাকা) ঃ ২,৫৮,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য, গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ১০ (দশ) মাস। **ক্রম নং. (৩)** ই-টেন্ডার নং. ডিসিই-বিএল-০৫-২০২৩, কাজের বিবরণ ঃ রং করা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ প্লেট গ্রিডার/ ওডব্লুজি ব্রিজ, আরওবি ইত্যাদিতে আইজেডএন ডিভিশন এন.ই. রেলওয়েতে। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য (টাকা) ঃ ৬৯,৭৭,৫৮১.৮৪, বায়না মূল্য (টাকা) ঃ ১,৩৯,৬০০.০০, টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য, গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর থেকে সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৫ (পাঁচ) মাস। **১.** ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ১০.০৩.২০২৩ বেলা ১১.০০ ঘটিকা। **২.** ই-টেন্ডার গৃহীত হবে ১০.০৩.২০২৩ বেলা ১০.৫৯ ঘটিকা পর্যন্ত। **৩.** ই-টেন্ডার নোটিসের বিস্তারিত, যোগ্যতার বিষয়সূচী, নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে-**www.ireps.gov.in**।

CPRO/ W-395 — এক্সইএন/ বিআর. / ওএল

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

"ট্রেনের ছাদ ও পাদানিতে কখনই করবেন না"

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR,

NIT No. 525/PWD/ROAD/BMC, Dated- 15/02/2023 e-Tender has been invited for Repairing of Bituminous road in different location of EE & DL block within Ward no. 32 under BMC For details, please follow **(Tender Id 2023_MAD_474885_1)** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board. **(i) Last date of Bid submission- 04/03/2023 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 24-PS/Ch1/2022-23 dated 15/02/2023.** Last Date of Bid Submission: **20/02/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **23/02/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Chanditala-I Development Block
Mashat:: Hooghly

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "extension of 2 nos. 300 mm dia suction pipe on turnkey basis at Intake point" **vide Tender Id - 2023_MAD_474322_1** and "CONSTRUCTION OF REINFORCED CEMENT CONCRETE DRAIN" vide **eNIT No.- COOCH BEHAR/PWD/ 13 / 2022-23 (3 rd Call) and Tender Id -2023_MAD_474365_1.** eTender submission end date -10/03/2023. Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in. (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tender vide **NIT No.-57/BDO/2022-23** for "Construction of ACR at Tantisal Nabanalini Girls High School under Tantisal G.P. Amounting to Rs. 11,82,747.00". Last date of application **20.02.2023 up to 12:00 Noon.** For details please visit **'wbtenders.gov.in'**

Sd/- BDO, Khanakul-I Dev. Block,
Khanakul, Hooghly

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tender vide **NIT No.-56/EO/2022-23** for "Construction of PCC road from Gorberiya Club towards Johor Das house under Arunda G.P. amounting to Rs. 8,00,000/-". Last date of application **20.02.2023 up to 12:00 Noon.** For details please visit **'wbtenders.gov.in'**

Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
(1) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-18/2022-23, Memo No.-KGP-58/2022-23, Date: 15/02/2023, (2) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-19/2022-23, Memo No: KGP-59/2022-23, Date: 15/02/2023, (3) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-20/2022-23, Memo No: KGP-60/2022-23, Date: 15/02/2023

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of soak pit, magic pit and community litch pit in Ramchandrapur. Source of Fund: 15 th CFC. Work completion period: 180 Days. Bid submission start date on **16/02/2023 from 4.00 pm up to 24/02/2023 at 2.00 pm.** Date of Opening of Tender on **27/02/2023 at 2.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
(1) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-15/2022-23, Memo No: KGP-52/2022-23, Date: 15/02/2023. (2) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-16/2022-23, Memo No: KGP-53/2022-23, Date: 15/02/2023

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of soak pit, magic pit and community litch pit in Ramchandrapur. Source of Fund: 15 th CFC. Work completion period: 180 Days. Bid submission start date on **16/02/2023 from 4.00 pm up to 24/02/2023 at 2.00 pm.** Date of Opening of Tender on **27/02/2023 at 2.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
(1) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-13/2022-23, Memo No: KGP-50/2022-23, Date: 13/02/2023. (2) NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-14/2022-23, Memo No: KGP-51/2022-23, Date: 13/02/2023

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of soak pit, magic pit and community litch pit in Ramchandrapur. Source of Fund: 15 th CFC. Work completion period: 180 Days. Bid submission start date on **16/02/2023 from 4.00 pm up to 24/02/2023 at 2.00 pm.** Date of Opening of Tender on **27/02/2023 at 2.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

কারনেশান ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ৯/ সি, কুমার পাড়া রোড, ২য় ফ্লোর, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪
CIN : L27209WB1983PLC035920
ফোন ঃ (৯১-০৩৩) ২২৮৭ ৮২২৯
E-Mail : sanjay@carnationindustries.com, Website : www.carnationindustries.com

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ তিন মাস এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ছাড়া)

	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে			নয়মাস সমাপ্তে		বছর সমাপ্তে
		৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২১ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২১ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২২ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	-	-	-	-	৬.০৬	৬.০৬
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(১৯.৭৫)	(২৪.৪৬)	(৫২.৭২)	(৬১.৭৮)	(২৪.০৭)	(৬৩.৬৭)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে, (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(১৯.৭৫)	(২৪.৪৬)	(৫২.৭২)	(৬১.৭৮)	(২৪.০৭)	(৬৩.৬৭)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(১৯.১০)	(২৪.২৫)	(৫২.৭৫)	(৬৩.২৫)	(৩৫.৪২)	(৭৫.৯২)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(১৯.১০)	(২৪.২৫)	(৫২.৭৫)	(৬৩.২৫)	(৩৫.৪২)	(৭৫.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৪৫.৭২	৩৪৫.৭২	৩৪৫.৭২	৩৪৫.৭২	৩৪৫.৭২	৩৪৫.৭২
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের অডিট ব্যালেন্স শিটে	-	-	-	-	-	(৪৬৬.২৮)
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) ক) মূল	(০.৫৫)	(০.৭০)	(১.৫৩)	(১.৮৩)	(১.০২)	(২.২০)
	খ) মিশ্র	(০.৫৫)	(০.৭০)	(১.৫৩)	(১.৮৩)	(১.০২)	(২.২০)

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২২ আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২২ আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bse-india.com) এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটে (www.carnationindustries.com)।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
আর.পি. সেহগল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০২. ২০২৩

শ্যাম ইনফোসিস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ৩য় ফ্লোর, প্লট নং. ৩৯৫/ ৩৯৭, রুইয়া বিল্ডিং, কলবাদেবী রোড, ডাভোল কারওয়াডি, কলাদেবী মুম্বই, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র-৪০০০০২, **CIN :** L24235MH1996PLC057150
ওয়েবসাইটঃ www.shyamainfosys.co.in, **ফোন.** ০৩৩-২২৪২০৭৫১

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২১ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে (মোট)	৯.৮৩	৭.৫১	১০.১	২২.৪	২৪.৪৭	৩১.৭৮
২	মোট লাভ মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	০.০১	১.১২	৬.৯৫	১.৭২	৫.৮২	৫.২৫
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে(অতিরিক্ত আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.০১	১.১২	৬.৯৫	১.৭২	৫.৮২	৫.২৫
৪	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত আইটেম এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	০.০১	০.৮৩	২.৬৫	১.২৭	৪.৮৯	৩.৮৯
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে করের পর	০.০১	০.৮৩	২.৬৫	১.২৭	৪.৮৯	৩.৮৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪	১০০৬.৪৪
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-৪১.৩৯	-৫২.১৩	-৪৮.৩২	-৪১.৩৯	-৫২.১৩	-৪৯.১৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্ব এবং পর) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) (ক) মূল (টাকা) (খ) মিশ্র (টাকা)	০.০৪	০.০১	০.০৫	০.০৬	০.০০	০.০১

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
২. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.shyamainfosys.co.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের-এর পক্ষে
স্বা /- সমীর বিশ্বাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 07834469

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৩
কর্পোরেট অফিস ঃ স্টিফেন হাউস, রুম নং.-৭৭, ৫ম ফ্লোর, ৪ বিবাদী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০০০১

চলুন বেড়িয়ে পড়ি

ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাইড্রোজেন ট্রেনের চাকা গড়াবে দেশের মাটিতে

কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন ট্রেনের কথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। যাকে কেন্দ্রের তরফে 'বন্দে মেট্রো'ও বলা হচ্ছে। বুধবারই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব টুইট করে জানান, চলতি বছরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাইড্রোজেন ট্রেনের চাকা গড়াবে দেশের মাটিতে। প্রাথমিকভাবে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে রুটে চলবে দূষণহীন এই ট্রেন। সেই সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এর পরবর্তী ধাপে দার্জিলিং পাহাড়েও ছুটবে হাইড্রোজেন ট্রেন। অর্থাৎ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে রুটে এই ট্রেনকে চালানো হবে। তাহলে দার্জিলিং-এ পর্যটক বাড়বে। আরাধনা ছবিতে শর্মিলা ঠাকুরের উদ্দেশে 'স্বপ্ন কী রানি' গেয়েছিলেন সুপারস্টার রাজেশ খান্না। যদিও আদতে দার্জিলিং পাহাড়ই হল বাঙালির স্বপ্নের রানি। পাইন বনের গা বেঁয়ে লুকোচুরি পথ, চা বাগান, মনেস্ট্রি, দার্জিলিং ম্যালে বসে দার্জিলিং চায়ে চুমুক, প্রবল শীতে

কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলের সূর্যোদয়, সেইসঙ্গে কুয়াশা ও মেঘের খেলা, বাঙালিকে মগ্ধ করে চলেছে দার্জিলিং পাহাড়। তাহলে টয় ট্রেনের কি হবে। সকলে মোটা দামের টিকিট কেটে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং অবধি যেতে পারেন না। ফলে অনেকেই জয় রাইডএ চাপেন। যাঁরা তাও পারেন না তাঁরা বাতাসিয়া লুপ বেড়াতে গিয়ে চোখের দেখা দেখেন ঐতিহ্যবাহী অপূর্ব ট্রেনটিকে। এইসব কারণেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ।

সকলের মনে যে যে প্রশ্ন রয়েছে, তার সব উত্তর জানা যাবে কিছুদিন বাদে। আগামী বছরের আগে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন আগের মতোই নয়নাভিরাম থাকছে। তবে পরিবেশদূষণ যে একটি বড় বিষয় তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। সেই কারণেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কালকা সিমলা রেলওয়ে, মাথেরান হিল রেলওয়ে, কাংরা উপত্যকা, বিলমোরা ওয়াঘাই এবং মারওয়ার দেবগড় মাদ্রিয়ার মতো ঐতিহাসিক, ন্যারোগেজ রুটে এই হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর কথা ভাবছে কেন্দ্র।

কলকাতার কাছে রহস্যে ঘেরা শিব মন্দির দেখে আসুন

মাঘ মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখনও শীত রয়েছে। এখনও বেড়ানোর মনোরম পরিবেশ রয়েছে। কনকনে ঠান্ডাও নেই আবার রোদের প্রখর তেজ নেই সেই। এখনও বেড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। কলকাতার কাছেই রয়েছে অনেক অজানা ডেস্টিনেশন। তার মধ্যে অন্যতম জটার দেউল। শোনা যায় এখানকার শিবমন্দির নাকি খুবই জাগ্রত। ঘরের কাছেই বেড়ানো শীতের পড়ন্ত বেলা এখন। যাই যাই করেও যাচ্ছে না শীত। আর কয়েকদিনের মধ্যে স্কুলের পরীক্ষাও সব শেষ হয়ে যাবে। ব্যাস আর চিন্তা নেই ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়তে পারেন। কলকাতার কাছেই রয়েছে অনেক অজানা সব বেড়ানোর জায়গা। অনেকেই জানেন না সেখানকার কথা। অনেকে আবার জানেন কিন্তু যাওয়ার সময় হয়ে ওঠেনি। এবার আর দেরি না করে এক দিনের জন্য বেড়িয়ে আসুন সেখান থেকে। জটার দেউল কলকাতার কাছেই রয়েছে এই পর্যটন কেন্দ্রটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে। সেখানে রয়েছে একটি জাগ্রত শিব মন্দির। যার নাম জটার দেউল। অনেকেই হয়তো শুনেছেন। আবার অনেকে জানেন না। একদিনের মধ্যেই সেখান থেকে ঘুরে আসা যায়। রাত্রি বাসের প্রয়োজনও নেই। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে অসংখ্য ট্রেন রয়েছে।

আবার গাড়িতে সড়ক পথেও আসা যায়। মথুরাপুর স্টেশন থেকে রায়দিঘি বাস স্টপে অটো বা টোটোয় করে চলে আসুন। সেখান থেকে বাসে করে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে জটার দেউলে। আবার অটো করেও আসা যায় এখানে। জায়গাটির নাম পূর্ব জটা। একেবারে মন্দিরের সামনে পর্যন্ত যায় গাড়ি। কী আছে জটার দেউলে জটার দেউল। অর্থাৎ শিব মন্দির। শিবের জটার নামে এই মন্দিরের নাম হয়েছে জটার দেউল। এখানে শিবরাত্রি এবং চড়কে ধুমধাম করে পুজো হয়। মেলা বসে। এখানকার শিবের নাম দেব দেউল শিব মন্দির। কোন এক সময়ে নাকি আদি গঙ্গার মধ্যে ছিল মন্দিরটি। ৯৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। এটি তৈরি করেছিলে বিক্রমপুরের চন্দ্র বংশের রাজা জয় চন্দ্র এটি তৈরি করেছিলেন। এই মন্দিরের ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনও খনন কাজ করা যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছে প্রত্ন তত্ব বিভাগ। মন্দিরের বিশেষ উৎসব শিবরাত্রিতে মেলা তো বসেই এছাড়াও একটা বিশেষ উৎসবের আয়োজন করে থাকে মন্দির কর্তৃপক্ষ। যাকে বলা হয় ঘোড় দৌড়। এখানে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। এই মন্দিরের রহস্য অনেক রয়েছে। গ্রামবাসীরা দাবি করেন এই মন্দিরের ভেতরে কখনও আলো জ্বালানো যায় না। যতবারই নাকি চেষ্টা করা হয়েছে আলো জ্বালানোর সেটা থাকেনি। হয় বাল্ব ফিউজ হয়ে গিয়েছে। না হয় বিদ্যুৎ সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

যেতে হবে না উত্তরবঙ্গে, কলকাতার কাছেই রয়েছে মিনি ডুয়ার্স

আর ট্রেনে ঘুমিয়ে রাত জেগে উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্স দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কে জানেন, কলকাতার খুব কাছেই রয়েছে মিনি ডুয়ার্স। অনেকেই এখনও জানেন না সেই জায়গার কথা। হাওড়া জেলাতেই রয়েছে সেই মিনি ডুয়ার্স। যার নাম ঝালুয়ারবেড়।ঘরের কাছেই মিনি ডুয়ার্স- পাহাড় জঙ্গলের সমাহার ডুয়ার্স। সেখানকার কথা মনে করলেই সকলের চোখে ভাসে জয়ন্তির পাড়ে বসে থাকা। রাতের অন্ধকারে হাতির ডাক। জঙ্গল সাফারি। কিন্তু তার জন্য লম্বা ছুটির প্রয়োজন। সবসময় সে ছুটি পাওয়াও যায় না। কিন্তু ডুয়ার্সের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠলে কী করবেন। তাঁদের অনেকেই জানেন না ঘরের কাছেই রয়েছে মিনি ডুয়ার্স। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের থেকে কোনও অংশে কম নয় তার সৌন্দর্য। আর একদিনের ছুটিতেই বেড়িয়ে আসা যায় সেখান থেকে। কোথায় আছে মিনি ডুয়ার্স- একেবারে ঘরের কাছেই রয়েছে মিনি ডুয়ার্স। হাওড়া জেলার এই জায়গাটির কথা অনেকেই জানেন না। যার রেলস্টেশনের নাম ঝালুয়ারবেড়। কলকাতা থেকে ২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। হাওড়া থেকে আমতা লোকাল ধরলেই পৌঁছে যাওয়া যায় ঝালুয়াবেড়ে। স্টেশনে নামলেই বুঝতে পারবেন কেন তাকে বলা হয় মিনি ডুয়ার্স। ঝালুয়ারবেড় স্টেশনটি ঘিরেও একটি ইতিহাস রয়েছে। স্টেশনটি প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে। ১৯৭১ সালে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে ২০০৪ সালে সেটি তৈরি করা হয়েছিল।

নিরিবিলি পরিবেশে জঙ্গলের গন্ধ-ঝালুয়ারবেড় একটাই প্ল্যাটফর্ম। ট্রেন থেকে নামলেই ছবি তুলতে ইচ্ছে করবে। যারা সেলফি প্রেমি তাঁদের ছবি তোলার মোক্ষম জায়গা। স্টেশনের পরিবেশটা এতটাই সুন্দর যে দেখলেই মন ভাল হয়ে যাবে। দীর্ঘক্ষণ সেখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করবে। চারপাশে কেমন একটা জঙ্গলের গন্ধ। শীতের সকালে ভেজাভেজা গন্ধে মন আরও ভরে যাবে। অনেকেই আবার একে ভুতুড়ে স্টেশন বলে থাকেন। স্টেশনে ভিড় নেই বললেই চলে। সেকারণে একটা গা ছমছমে বলে হয়। বসন্তের রঙে রঙিন হতে চান, পলাশ কৃষ্ণচুড়ার রং ভরে অপেক্ষা করছে কলকাতার কাছেই পাহাড়পুরবসন্তের রঙে রঙিন হতে চান, পলাশ কৃষ্ণচুড়ার রং ভরে অপেক্ষা করছে কলকাতার কাছেই পাহাড়পুর

কী দেখবেন-ঝালুয়ারবেড় স্টেশনের সৌন্দর্যই অসাধারণ। সারাদিন মনে হবে স্টেশনেই কাটিয়ে দিই। এতটাই সুন্দর এই স্টেশন। তবে দেখার জায়গাও রয়েছে এই ঝালুয়ারবেড়ে। স্টেশনের পাশেই রয়েছে একটা শিব মন্দির। গ্রামের দিকে এগোতে শুরু করলেই বেশ কিছু মন্দির চোখে পড়বে। কাছেই রয়েছে রামকৃষ্ণ বাটি। শিবকালী মন্দির। যার চূড়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে। সড়ক পথেও এই ঝালুয়ারবেড়ে যাওয়া যায়। শীতের দুপুরে স্টেশনেই একটা পিকনিক সেরে নিতে পরবেন।

আগুনে পুড়লো ১৫০ রাবার বাগান

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আগুনে পুড়ে ছাই ১২ জন মালিকের রাবার বাগান । ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই রাবার বাগান।বুধবার গভীর রাতে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রানীবাজার থানাধীন তুলাকোনা এবং ভূমিহীন কলোনি ধুপছড়া এলাকায় ১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান রাবার বাগানের মালিকরা।

রাবার বাগানের জৈনিক মালিক জানিয়েছেন, আজ সকালে ১২ জন মালিক যার যার রাবার বাগানে এসে দেখতে পায় আগুন লাগার দৃশ্য।তাঁদের চেঁচামেচিতে এলাকার স্হানীয়রা জড়ো হয়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল কর্মীরা। প্রতিবেশী সহ দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু ততক্ষনে রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।তিনি আরো জানিয়েছেন ,১৫০ কানি রাবার বাগান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে।অগ্নিকান্ডে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২কোটি টাকা হবে বলে জানান তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে রাবার বাগানটি ।কিন্তু এ বিষয়ে রাবার মালিকরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি।

মোহন ভাগবতের সঙ্গে বৈঠক করতে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান সঙ্ঘের সদর দফতরে এলেন

নাগপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান হঠাৎ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দফতরে পৌঁছে যান। এ সময় তিনি প্রায ৪৫ মিনিট আলোচনা করেন সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবতের সঙ্গে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী উমা ভারতী রাজ্যের আবগারী নীতি নিয়ে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে মোর্চা খুলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে শিবরাজ সিংয়ের নাগপুর সফরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন। চলতি বছরের শেষ নাগাদ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। উমা ভারতীর আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং ও বিজেপি সরকার পিছিয়ে এসেছে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় এবং কেন্দ্রের অন্যান্য

নেতারা এই বিষয়ে উমা ভারতীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তার পরেও উমা ভারতী আবগারী নীতির ক্রমাগত সমালোচনা করছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে উমা ভারতীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে যে বুধবার শিবরাজ সিং সরসঙ্ঘচালকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সামনে বিষয়টি নিয়ে তুলে ধরেছেন। বুধবার সকালে একটি বিশেষ বিমানে নাগপুরে পৌঁছে শিবরাজ চৌহান বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সংঘের সদর দফতরে যান এবং প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আলোচনা করেন।

হোলি উৎসবের সময় অতিরিক্ত ট্রেন উত্তর পূর্ব রেলের

গোরখপুর, ফেব্রুয়ারি ১৫ ঃ রেল প্রশাসনের দ্বারা হোলি উৎসবের সময় অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, ০৪০৬৪-০৪০৬৩ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-জোগবানীআনন্দ বিহার টার্মিনাস সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলবে। ০৪ থেকে প্রতি শনিবার থেকে ১১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত এবং জোগবানি থেকে প্রতি সোমবার ০৬ থেকে ১৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ০২টি ভ্রমণের জন্য। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে। ০৪০৬৪ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-জোগবানী সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ০৪ থেকে ১১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ১৫.৩০ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনাস ছেড়ে যাবে এবং ১৯.২৫ মিনিটে মোরাদাবাদ থেকে ছাড়বে, ২১.১০ মিনিটে বেরেলি, শাহজাহাপুর থেকে ২০২০ মিনিটে, ২০২৩-২০২৩ পর্যন্ত। দ্বিতীয় দিন অযোধ্যা ক্যান্ট থেকে ০৪.২৫ এ, শাহগঞ্জ ০৫.৫০ এ, আজমগড় ০৭.১৫ এ, মাউ ০৮.১৫ এ, বালিয়া ১০.১৭ এ, ছাপরা ১১.৪৫ এ, হাজিপুর ১৩.২০ এ, বারাউনি ১৫.৪০ এ, বেগুসরাই থেকে ৬১.২০ মিনিটে, খাগড় ২১ তে বেগুসরাই ছাড়বে। , ১৯.৫০ টায় কাটিহার , ২০.৩৫ টায় পূর্ণিয়া , ২১.১০ টায় আরারিয়া এবং ২১.৩২ টায় ফোর্বসগঞ্জ এবং ২২.৩০ টায় জোগবানি পৌঁছায়। ফিরতি যাত্রায়, ০৪০৬৩ জোগবানি-আনন্দ বিহার টার্মিনাস সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ০৬ থেকে ১৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ০১.২০ মিনিটে ফোর্বসগঞ্জ হয়ে ০১.৩৫ মিনিটে, আরারিয়া থেকে ০২.০০ টায়, কাউরনিয়া থেকে ০২.০০ টায়, ০৩.৩০ মিনিটে যোগবানি ছেড়ে যাবে।

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৪১ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল

আঙ্কারা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ধ্বংসস্তূপ যত সরছে ততই বেরিয়ে আসছে একের পর এক বরফ জমাট বাঁধা লাশ। তুরস্ক ও সিরিয়ায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে লাশের পাহাড় জমছে। উদ্ধারকার্যের দশম দিনে মৃতের সংখ্যা ৪১ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। তার মধ্যে শুধু তুরস্কেই প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ হাজার ৪১৮ জন। আর সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৫ হাজার ৮০০ জনের। যেভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে তাতে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারের গণ্ডি ছাড়ানো এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। বুধবার সকালে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তুরস্কে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে যত মানুষকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি মানুষের নিথর লাশ উদ্ধার হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা যত গড়াচ্ছে ততই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষের বেঁচে থাকার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। মঙ্গলবার উদ্ধারকার্যের নবম দিনে মাত্র তুরস্ক ও সিরিয়ায় মাত্র নয়জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন

উদ্ধারকারীরা। ভূমিকম্পের ২০৫ ঘন্টা বাদে এক মহিলাকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করেছেন ইউক্রেনের উদ্ধারকারীরা।

গত ৬ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণ পৌঁছচ্ছে না। ফলে ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাঁধছে। যদিও ন্যাটো জোটের পক্ষ থেকে তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এক হাজার কণ্টেনার ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে।

মেট্রো স্টেশনগুলি জনপ্রিয় শ্যুটিং স্পট হয়ে উঠেছে

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা দেশের প্রাচীনতম মেট্রো। এটি 'সিটি অফ জয়'-এর লাইফলাইন। প্রাচীনতম ব্লু লাইন থেকে শুরু করে শীঘ্রই উদ্বোধন করা অরেঞ্জ লাইন পর্যন্ত, কলকাতা মেট্রো হল কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জনগণের জন্য চূড়ান্ত ট্র্যাফিক সমাধান। ঝামেলামুক্ত, মসৃণ এবং দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি মেট্রো স্টেশনগুলিও কলকাতার শ্যুটিং স্পটগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে ক্রমাগত। টলিউড এবং বলিউডের অনেক বিখ্যাত পরিচালক ইতিমধ্যেই মেট্রো চত্বরে তাদের ব্লকবাস্টার ছবির শুটিং শেষ করেছেন। কাহানি, উমা, অ্যাকোয়ারিয়াম, বব বিশ্বাস, ওটি উত্তম, হারিয়ে যাওয়া, টুথপড়ির মতো চলচ্চিত্র ও ওয়েব সিরিজের শুটিং হয়েছে মেট্রো চত্বরে। অনেক আসন্ন ছবির শুটিংও হবে মেট্রো চত্বরে। গ্রিনহর্নের জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক, সবাই সমানভাবে আগ্রহী এবং মেট্রো প্রাঙ্গনে তাদের চলচ্চিত্রের শুটিং করতে আগ্রহী। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক এবং অন্যান্য সহযোগী সদস্যদের প্ল্যাটফর্ম তার সদস্যদের কলকাতা মেট্রো প্রাঙ্গনে তাদের চলচ্চিত্রের শুটিং করতে উৎসাহিত করছে। খুব নামমাত্র হারে এসব স্টেশনে শুটিং করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। EIMPA এবং অন্যান্য বড় প্রোডাকশন হাউসগুলি মেট্রোতে তাদের চলচ্চিত্রের শুটিং করার জন্য মেট্রো রেলের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী কৌশিক মিত্রের সাথেও যোগাযোগ করছে। ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন, পার্পল লাইন, অরেঞ্জ লাইনের নবনির্মিত স্টেশনগুলো নান্দনিকভাবে সুন্দর এবং শুটিংয়ের জন্য উপযোগী। এই স্টেশনগুলির সাথে বিদেশের স্টেশনগুলির সাথে খুব শক্তিশালী সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে চলচ্চিত্র প্রযোজকরাও এই স্টেশনগুলোকে তাদের বিদেশি সেট হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহী। এটি তাদের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করছে। পরিচালক প্রযোজক তাদের চলচ্চিত্রে মেট্রো প্রাঙ্গণ (উভয় ভূগর্ভস্থ এবং ভায়াডাক্ট) দেখাতে পারেন। প্রয়োজনে মেট্রো রেকের মতো রোলিং স্টকও শুটিংয়ের জন্য দেওয়া হচ্ছে। প্রযোজক পরিচালক প্রোডাকশন হাউসের বিপুল সাড়া দেখে বলা যায় কলকাতা মেট্রো চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রিয় শুটিং স্পট হয়ে উঠেছে।

ছত্তিশগড়ের সুকমায় ৩৩ জন নকশালের আত্মসমর্পণ

সুকমা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় পুলিশ সুপার সুনীল শর্মার উপস্থিতিতে তিন লাখ পুরস্কারের ৩৩ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে সুকমা জেলা পুলিশ এক বিবৃতিতে এই তথ্য দিয়েছে। আত্মসমর্পণ করা সমস্ত নকশালবাদীরা কিস্তারাম থানা এলাকায় বিভিন্ন নকশাল কার্যকলাপে জড়িত ছিল। পুলিশ সুপার শর্মার মতে, গত সপ্তাহে জেলার সবচেয়ে নকশাল প্রভাবিত এলাকা টোন্ডামার্কা এবং ডাব্বামার্কায় নতুন নিরাপত্তা ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। শিবির স্থাপনের পাশাপাশি এলাকায় যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তাতে প্রভাবিত হয়ে নকশালরা বিপুল সংখ্যক মূলধারায় যোগ দিচ্ছে। ডাব্বামার্কায় নতুন খোলা ক্যাম্পে আয়োজিত জনদর্শন শিবিরে বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ৩৩ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ সুপার শর্মা বলেছেন, যে সমস্ত নকশাল, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন নীতির অধীনে সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে। বস্তার রেঞ্জের পুলিশ মহাপরিদর্শক সুন্দররাজ পি-এর নেতৃত্বে নকশাল বিরোধী অভিযানের ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসছে। পুলিশ কর্তারা জানান, ওই এলাকায় ক্যাম্প চালু হওয়ায় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, টেলিযোগাযোগ ও সরকারি ভবন নির্মাণে গতি এসেছে। আত্মসমর্পণ করা নকশালরা বলছেন, উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা ভেবেই নকশাল পথ ছেড়ে উন্নয়নের

শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনয় কোয়াত্রার

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বুধবার ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বার্তালাপ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দু'দিনের সফরে মঙ্গলবারই ঢাকায় পৌঁছন বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে গিয়েছেন বিনয় মোহন কোয়াত্রা। এছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বৃহত্তর ও গভীরতর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা।

পথেই মৃত্যু দুই ব্যক্তির

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাথায় পাথরের চাঁই পড়ে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মুম্বইয়ের ওরলির ডক্টর ই মোজেস রোডের একটি নির্মীয়মান বহুতলের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে নির্মীয়মান বহুতলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিলেন সাধারণ মানুষ। আচমকাই ৪৩ তলা উঁচু থেকে বেশ কিছু কংক্রিটের স্ল্যাব নীচে পড়ে যায়। তা

ফ্রেইট রোলিং স্টক মেন্টানেন্সও অপারেশনের উন্নয়নের জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিশাল সাফল্য

মালিগাঁও, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষতা ও সুরক্ষা ২০২২-২৩(ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত) এরজন্য পণ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মেকানিক্যাল বিভাগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্মীদের ইচ্ছা শক্তি, স্থিরতা ও সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়াগন ইনএফেক্টিভ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৩.৪প্রদর্শনের বিপরীতে ২.৪ সহ সর্বকালের সর্বনিম্ন ছিল। এই জন্য ট্র্যাফিকের উদ্দেশ্যে ওয়াগনের উপলব্ধ তা বৃদ্ধি হয়েছে। পরীক্ষার পয়েন্টএর অতিরিক্ত ব্যাচ রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার সময়ে সর্বোচ্চ মেরামতি করার জন্য কর্মীশক্তির পুনঃবন্টনের মাধ্যমে এই কোয়ান্টাম জাম্প অর্জন করা যেতে পারে। এছাড়াও, পূর্ববর্তী বছরের ২৯০১ সংখ্যার বিপরীতে ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০৪৩ ওয়াগনের রুটিন ওভারহাউলিং (আরওএইচ) করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ের মধ্যে আগমন হওয়া সমস্ত মালবাহীর জন্য আরওএইচ পরিচালনা করার জন্য নিজেদের পরিকাঠামো তৈরি করছে। ২০২১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪টি রেকের তুলনায় ২০২২-এর ডিসেম্বরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৯টি ক্লোজড সার্কিট রেক রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। ক্লোজড সার্কিট রেকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্র্যাফিক লোডিঙের জন্য ওয়াগনের উপলব্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে।২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রেক পাওয়ার সার্টিফিকেট জারি করার জন্য পণ্যবাহী রেকের গড় পরীক্ষার সময় ছিল ৩৪৭ ঘণ্টা, যা পূর্বের বছরের একই সময়ে ৪,১৬ ঘণ্টা ছিল। ক্লোজড সার্কিট রেকের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রিমিয়াম পরীক্ষা ও পরীক্ষার সময় আরও মেরামতি সত্ত্বেও এটি অর্জনহয়েছিল। নিউ জলপাইগুড়ি ও নিউ গুয়াহাটিতে পরীক্ষার ইয়ার্ডগুলিতে আলো ও ওয়েল্ডিং ব্যবস্থার পাশাপাশি বিস্তৃত পথের ব্যবস্থা এই উন্নয়নগুলিকে সহজ করে তুলেছে। পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনা আরও মজবুত করার জন্য একাধিক পরিকাঠামোমূলক কাজ ও উদ্ভাবনীমূলক সামগ্রীর অনুমোদন জানানো হয়েছে। সিক লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সহ পথ প্রশস্ত করা, নতুন পণ্যবাহী পরীক্ষার সুবিধা উন্নয়ন, নতুন আরওএইচ শেড ইত্যাদি কিছু কাজের পরিকল্পনা প্রধান প্রধান পরীক্ষার পয়েন্টগুলিতে করা হয়েছে। উন্নত টার্মিনাল পরিচালনা সুবিধা ও বর্ধিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টার জন্য গতিশীলতার উন্নয়ন এবং প্রত্যেকটি স্তরে পর্যবেক্ষণের ফলে পণ্যবাহী পরিচালনা বৃদ্ধি পেয়েছে।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এখন অতিরিক্ত ট্র্যাফিকের প্রত্যাহ্বানগুলি গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষমতা বিকাশের জন্য জাতীয় রেল পরিকল্পনায় পরিকল্পিত প্রকল্পের চাহিদাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

Name Change

I Shabnam Khan D/o Mohammad Yousuf Khan resident at House no-511,Dee shaire Exclusive,Purba loke Lane,Mukundapur, Kolkata-700099.My minnor Daughter Seezan,Ayesha Amir Khan (old name), Changed her name Ayesha Khan (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata 15.02.2023

Name Change

I, ANUPMA KAMAL KHETAN (Old Name) W/o DEEP AGARWAL residing The Icon Duilding 15th Floor, 5A/1C Lord Sinha Road, Kolkata-700071 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) ANUPMA KHETAN AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/02/2023. ANUPMA KAMAL KHETAN and ANUPMA KHETAN AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I,Shiva Chadra Prasad (Old Name) S/o Late Jadusingh residing at Aurus,48,Matheshwartola Road,10th floor, flat no-10B,Block-1,Pin-700046,Kolkata, India.I have changed my name(Shall henceforth be known as) Shiva Chandra Prasad (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.Shiva Chadra Prasad and Shiva Chandra Prasad both are same and one identical person.

Name Change

I,Kalpesh N Hapani (Old Name) S/o Nalinkant Hapani residing at Parijat Building,Flat-3B,87A Sarat Bose Road,Po-Kalighat,Ps-Bhowanipore,Kolkata-700026,Wb,India.I have changed my name(Shall henceforth be known as) Kalpesh Hapani (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.Kalpesh N Hapani and Kalpesh Hapani both are same and one identical person.

Name Change

I,Subir Chatterjee (Old Name) S/o Rabindranath Chatterjee residing at 1284,R.N Tagore Road, South Dum Dum, North 24 Parganas-700077,WB, India.I have changed my name(Shall henceforth be known as) Subir Kumar Chatterjee (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.Subir Chatterjee and Subir Kumar Chatterjee both are same and one identical person.

Name Change

I, IVY DAS residing at 12/1/3A, Chanditala Lane Regent Park WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Prasanta Das instead of Prasanta Kumar Das, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.Prasanta Das and Prasanta Kumar Das both are same and one identical person.

Name Change

I,SK INJAMUL HOSSEIN (Old Name) S/o SK RIYAJUL residing at VILL-JERTHAN, PO-JERTHAN, PS-EGRA, EAST MEDINIPUR-721420,WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK INJAMUL HOSSEN (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.SK INJAMUL HOSSEINand SK INJAMUL HOSSEN both are same and one identical person.

Name Change

I,PARBATI DAS W/O UTPAL DAS residing at 223 Arabinda-Park,Rupashree Apartment, Purba Putiary, Kolkata,Pin-700093 WEST BENGAL, INDIA my husband actual name is (Shall henceforth be known as) Utpal Das that Wrongly recorded as my father name in my driving licence vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023.

Name Change

I, MD AZHARUDDIN residing at Vill-Rajapur, PO-Mandra, PS-Baduria, North 24 Pgs-743438 WEST BENGAL, INDIA do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name ISMAIL MONDAL instead of MOHAMMAD ISMAIL alias MD ISMAIL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/02/2023. ISMAIL MONDAL, MD ISMAIL and MOHAMMAD ISMAILall are same and one identical person.

Name Change

I,SK RIYAJUL HOSSEN alias SK REYAJUL (Old Name) S/o SK ISLAUDDIN residing at VILL-JERTHAN, PO-JERTHAN, PS-EGRA, EAST MEDINIPUR-721420,WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SK RIYAJUL (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 15/02/2023.SK RIYAJUL HOSSEN, SK REYAJULand SK RIYAJUL all are same and one identical person.

Name Change

I,MD AFSAR ALI alias SK AFSAR ALI (Old Name) S/o LATE ALI MAKBUL AHMED residing at BANKRA BARO BAGAN, PO-BANKRA, PS-DOMJUR HOWRAH-711403 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)AFSAR ALI (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 15/02/2023.MD AFSAR ALI,SK AFSAR ALI and AFSAR ALI all are same and one identical person..

Name Change

I,NAZMA BEGUM alias NAZMA KHATUN alias NAJMA KHATUN (Old Name) W/o AFSAR ALI residing at BANKRA BARO BAGAN, PO-BANKRA, PS-DOMJUR HOWRAH-711403 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as)NAJMA KHATUN SK (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 15/02/2023.NAZMA BEGUM, NAZMA KHATUN, NAJMA KHATUN and NAJMA KHATUN SK all are same and one identical person.

Name Change

I,Moumita Saha W/o Sajal Saha residing at Madhumurali,Taki Road, Barasat,North 24 Pgs,Pin-700124 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Oishiki Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Moumita Saha and Oishiki Saha both are same and one identical person.

Name Change

I,Sanjay Mallick S/o Manindra Nath Mallick residing at Vill+PO-Ganrapota PS-Bongaon,Dist-(N)24Pgs,Pin-743251,WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Sanjoy Kumar Mallick (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Sanjay Mallick and Sanjoy Kumar Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I,Momena Bibi W/o Sagar Mondal residing at Vill-Sunpukur Singherati,Po-Gobila, PS-Deganga,Dist-(N)24Pgs,Pin-743424,WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Momena Khatun (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Momena Bibi and Momena Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I,Mohmad Altaf Hessein Malliek residing at Kuliara, PO-Rajbalhat, PS-Jangipara,Hooghly-712408 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Altaf Hossain Mallick (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata.Mohmad Altaf Hessein Malliek and Altaf Hossain Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I, Soumita Saha W/o Sajal Saha residing at Madhumurali,Taki Road,Barasat,North 24 Pgs,Pin-700124 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Oishiki Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023. Soumita Saha and Oishiki Saha both are same and one identical person.

Name Change

I,Malliek Asraf Afazal S/o Afjal Mallick residing at Kuliara, PO-Rajbalhat, PS-Jangipara,Hooghly-71240 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Asraf Mallick (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Malliek Asraf Afazal and Asraf Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I,Kakali Rani Mallick S/o Sanjay Kumar Mallick residing at Vill+PO-Ganrapota PS-Bongaon,Dist-(N)24Pgs,Pin-743251,WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Kakoli Mallick (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Kakali Rani Mallick and Kakoli Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I,Malliek Shamshunahar Begam Asraf D/o Nurul Hak Midya,W/o Asraf Mallick residing at Kuliara, PO-Rajbalhat, PS-Jangipara ,Hooghly-712408,WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) Samsun nahar Mallick (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 15/02/2023.Malliek Shamshunahar Begam Asraf and Samsun nahar Mallick both are same and one identical person.

ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বিক্রি ঠেকাতে অভিযান চালালো খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অফিসারেরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বিক্রি ঠেকাতে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন এলাকার দোকানগুলিতে অভিযান চালালো খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অফিসারেরা। বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট

দপ্তরের পদস্থ কর্তারা পুরাতন মালদা থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়েই বিভিন্ন মুদির দোকান, ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে অভিযান চালায়। বেশ কিছু দোকানের খাদ্য সামগ্রী গুণগতমান যাচাই করে দেখেন তদন্তকারী অফিসারেরা। কয়েকটি মুদির দোকান থেকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। মূলতঃ তরল জাতীয় খাদ্য সামগ্রী যেমন- ঘি, ভোজ্য তেলগুলির মান যাচাই করে দেখেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা। কমপক্ষে পাঁচটি দোকানের বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল রয়েছে বলেও অনুমান তদন্তকারী অফিসারদের। সেই সব খাদ্য সামগ্রীর নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ওইসব মুদির দোকানগুলিকে নোটিশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন তদন্তকারী কর্তারা। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ী বাচামারি সহ আরো বেশ কিছু এলাকায় এই অভিযান চালাই খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃত করার জন্য জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন দোমহনি মোড়ে বুধবার জাতীয় সড়ক অবরোধ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির তরফে। মমতা ব্যানার্জি কে জানাই ধিক্কার ধিক্কার। এই স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মতুয়া সংঘের সদস্যরা মিছিল করে এই পথ অবরোধে শামিল। মানবতাবাদি ও বিশ্বের সার্বিক মঙ্গল সাধনে নিমজ্জিত মহান মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক পূর্ণব্রহ্ম যুগাবতার শ্রী শ্রী হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ ঠাকুরের পবিত্র নামকে কটুক্তি করে অসম্মান করা ও নকল মতুয়াদের দ্বারা মতুয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধিক্কার জানায় আন্দোলনকারীরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী। এই বিক্ষোভ অবরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করে আন্দোলনে শামিল বিজেপি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

দখল হয়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ির ফুটপাত! অভিযান পুরনিগমের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি শহরের ফুটপাত থেকে শুরু করে রাস্তা দখল হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবশেষে দেরীতে

হলেও ফের একবার শিলিগুড়িতে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সচেষ্ট হল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়, কাছারি রোড দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামলো পুরনিগম। এদিন পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযানে নামে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে বহুদিন ধরেই ফুটপাত দখল করে দোকান বসছে। এর আগেও সেখানে দোকানগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফের দোকানগুলি বসে যায়। কিছুদিন আগে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসেও মেয়র গৌতম দেব বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরপরই বুধবার হাসপাতালের সামনে দোকানগুলি সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু দোকান পুরনিগমের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কাছারি রোডে রাস্তার দুপাশে থাকা বেশকিছু অবৈধ দোকান এদিন সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে দোকান ভাঙা শুরু হতেই হকাররা ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

ফিল্মি কায়দায় ধাওয়া করে বালি পাচার রুখে দিল বিডিও

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাসরা নদী থেকে অবৈধ বালু পাচার কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে । হ্যামিল্টণগঞ্জ বাসরা নদী থেকে হয়ে চলছে অবৈধ ভাবে বালি পাচার । প্রতিনিয়ত কয়েকশো ট্রাক্টরে করে

অবৈধ ভাবে বাসরা নদী থেকে বালি পাচার হয়ে চলেছে। পাচার রুখতে মাঝেমধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চলছে কিন্তু তাত থোরাই কেয়ার করে বালি পাচারকারীরা তারা তাদের কাজ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে । কিন্ত নাছোড়বান্দা প্রশাসনও । বুধবার আচমকা কালচিনি বিডিও বাসরা নদীতে অভিযান চালায় এবং বিডিওর গাড়ি দেখে পাচারকারীরা ট্রাক্টর নিয়ে বাসরা নদী থেকে পলায়ন শুরু করে। সব ট্রাক্টর পালিয়ে গেলেও একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর পালাতে সক্ষম হয়নি। উক্ত ট্রাক্টর কে আটক করা হয় । এই বিষয়ে উল্লেখ্য কিছু দিন পূর্বে বিডিও অভিযানে চালিয়ে একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে । তার ও কিছু দিন পূর্বে বাসরা নদীতে ফিল্মি কায়দায় ট্রাক্টরের পিছনে ধাওয়া করে বালি বোঝাই ট্রাক্টরটি আটক করা হয়। যদিও এই বিষয়ে কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মণ জানান যদি কেউ সরকারি নিয়ম ভাঙ্গার চেষ্টা করে আমরা তো আর দর্শক হয়ে বসে থাকব না । অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।

ঐতিহাসিক ঢলদীঘি বুজিয়ে ফেলার অভিযোগঃ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এলেন চেয়ারম্যান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান শহরের ঐতিহাসিক ঢলদীঘি যে ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে বোজানো হচ্ছে এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ফের একবার প্রকাশ্যে দিবালোকে 'ঢলদিঘী' বুজিয়ে ফেলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানে। অভিযোগ উঠেছে, ঢল দিঘীর পাড় ও জলের বেশ কিছুটা অংশ বুজিয়ে ফেলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোজ দত্ত। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর হয়ে ওঠেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। বুধবার তিনি পৌরসভার সচিব ও ইঞ্জিনিয়াদের নিয়ে ঢলদিঘীর পাড়ে উপস্থিত হন এবং পর্যবেক্ষণ করেন এলাকা। পৌরসভার ইঞ্জিনিয়াররা ফিতে নিয়ে জায়গা মাপজোপও করেন। ডেকে পাঠান অভিযুক্ত ব্যবসায়ী মনোজ দত্ত কে। চেয়ারম্যান ওই ব্যবসায়ী কে বৃহস্পতিবারের মধ্যে সমস্ত কাগজ পত্র নিয়ে পৌরসভায় দেখা করতে নির্দেশও দেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, ''স্থানীয় ভাবে অভিযোগ পাই ঢলদিঘী'' পাড় ও জল বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। এলাকা টা পরিদর্শন করি এবং আগামী সোমবার মিন দপ্তর, জেলাপ্রশাসন ও পৌরসভা যৌথভাবে এই দিঘীর মাপজোপ করবে।'' অভিযুক্ত ব্যবসায়ী মনোজ দত্ত বলেন, আমি কোনরকম ভাবে দিঘীর জল বা পাড় বুজিয়ে জায়গা দখল করিনি। যা করেছি তার স্বপক্ষে আমার কাছে আইনগত কাগজ আছে, তা আমি পৌরসভার দেওয়া সময়ের মধ্যে জমা করে দেবো। সবাই এখানে রাবিশগুলো রেখে দেয় আমিও রেখে দিয়েছি এবং যে ঢালাইটা রয়ছে সেটি আমার জায়গাতেই। কারা এই অভিযোগ করেছে আমি জানি না আজ বর্ধমান পৌরসভা থেকে চেয়ারম্যান সহ আধিকারিকবৃন্দ এসেছেন তারা আমাকে যা কাগজপত্র জমা দিতে বলেছেন আমি জমা দিয়েছি। আগামী সোমবার দিন জয়েন্ট সার্ভে হলেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি সত্যি কথা বলছি কিনা। তার পালটা অভিযোগ, শাসকদলের স্থানীয় কয়েকজন তার কাছে বেশ কিছু পরিমান টাকা দাবী করেছিল। তিনি তা দিতে অস্বীকার করায় তাকে বিড়ম্বনায় ফেলার জন্যেই তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে এই পুকুর ভরাট এবং অবৈধ নির্মাণ সম্পর্কে বিজেপি নেতা সুধীর রঞ্জন সাউ বলেন, আমরা এলাকাবাসীর ফোন মারফত জানতে পারি যে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট এবং একটি অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই ওয়ার্ডে নয় বর্ধমান পৌরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডেই এইভাবে পুকুর ভরাটে ও অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। প্রত্যেকদিন একটা না একটা দুর্নীতি শাসকদলের সামনে আসছে। আমরা প্রশাসনকে জানাচ্ছি যদি প্রশাসন সঠিকভাবে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, শহরে অবৈধ নির্মান ও বে আইনি পুকুর ভরাট করতে দেবেন না বলে একসময় জোর গলায় দাবী করেছিলেন চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। এর আগেও একাধিকবার পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়ে তাকে সরেজমিনে তদন্ত করতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছিল। এবারেও তার এই তৎপরতায় খুশি বর্ধমানের বাসিন্দারা।

আই সি ডি এস সেন্টারে খিচুড়ি দেওয়াকে কেন্দ্র করে মহিলার উপর প্রাণঘাতী হামলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আই সি ডি এস সেন্টারে খিচুড়ি দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানা শ্রীপুর কলোনি এলাকায়। আহত মহিলা গুড্ডি বিবি বয়স (৪০) বছর। অভিযুক্তরা হল টানু শেখ, মোজাহার শেখ সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল এলাকায় আইসিডিএস সেন্টারে খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছিল শিশুদের। সেই সময় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে গন্ডগোল বাঁধে। গুড্ডি বিবি ও অভিযুক্তদের মধ্যে। সেই গন্ডগোল কে কেন্দ্র করেই গতকাল রাতে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় অভিযুক্তরা। ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে ওই মহিলাকে। মহিলার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে অভিযুক্তরা সেইখান থেকে পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় আক্রান্ত মহিলাকে। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই মহিলা। এই বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মোথাবাড়ি থানায়। ঘটনা তদন্তে নেমে মোজাহার সহ দুইজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সরকারি বাসের আদলে রং করা হচ্ছে বেসরকারি বাসে, বিভ্রান্তি যাত্রীদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি বাস ও বেসরকারি বাস নিয়ে বিভ্রান্তি যাত্রীদের মধ্যে। সরকারি বাসের আদলে রং করা হচ্ছে বেসরকারি বাসে। গৌড়বঙ্গ জুড়ে বেসরকারি বাসে দেখা যাচ্ছে সরকারি বাসের আদলের রং। আর তার জেরে যাত্রীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছেন। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ সরকারি বাস ভেবে বেসরকারি বাসে চেপে বসছেন। বাস কিছুটা যাওয়ার পর যাত্রীদের ভুল ভাঙছে। যাত্রীদের অভিযোগ সরকারি বাসের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের রং নকল করে বেসরকারি বাসে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাসে লেখা হচ্ছে এনবিটিসি, NB,NBST, লেখা দেখে অনেক যাত্রীরা সরকার বাস ভেবে ফেলছেন। যাত্রীরা বলছেন বেসরকারি বাট তাদের কালারের মতন হোক সরকারি বাস সরকারি কালারের মত হোক। পরিবহন কর্মীরা জানান পরিস্থিতি আজকে যা হয়েছে তাতে আমাদের সরকারি গাড়ির রং করতে হচ্ছে কারণ এই রঙ দেখলে আমরা স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে পারি এবং পুলিশও আমাদের কিছু বলে না। আজকে সরকারি গাড়িগুলি সমস্ত লোকাল স্টপেজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রং যে কেউ করতে পারে তাই যে কেও রং বাজার থেকে কিনে রং করতে পারবে । আমাদের বেসরকারি বাসে যে যেমন পারছে নীল, সাদা বা অন্য রং করছে। সরকারি বাসের রং অন্যান্যরা নকল করছি এটা সঠিক কথা নয়। আর যাত্রীরা সবকিছু দেখেই তো বাসে ওঠেন। রং করার বিষয় নিয়ে আমাদের কোনো নির্দেশিকা বা কোন অভিযোগ নেই বা কেউ অভিযোগ করেনি। এই বিষয়ে জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া জানান সরকারি বাসের আদলে বেসরকারি বাস রং করার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে এই নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত করে দেখা হবে সরকারি আইন কে মানতে হবে সরকারি আইন কে যদি কেউ না মানে তার বিরুদ্ধে আইনত্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধূপগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বড়কালী মায়ের বাৎসরিক পুজো ও মেলা শুরু, চলবে ৫ দিন ব্যাপী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ধূপগুড়ির বড় কালী মাকে নিয়ে বিভিন্ন কথিত কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। ধূপগুড়ির দেওমালী থেকে বড়কালী মায়ের স্থান পর্যন্ত রাতারাতি একটি রাস্তা তৈরি হওয়ার কথিত কাহিনী রয়েছে। এই রাস্তাটি দিয়েই বড়কালী মা যাতায়াত করত। একদিন কালীরহাট নিবাসী এক ব্যক্তির ছেলে হারিয়ে যায়। সে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে যে তার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারলেই ফাল্গুন মাসেই মায়ের পুজো দেবেন। সেই রাতেই এক বৃদ্ধা তার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু ছেলেটি বাড়িতে আসতেই দিয়েছে নিমেষেই উধাও হয়ে ওই বৃদ্ধা। আর সেই থেকে ফাল্গুন মাসে ধূপগুড়ির বড়কালী মায়ের পূজো হয়ে আসছে। পূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভুটান নেপাল- সহ বিভিন্ন জায়গার পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন। ধূপগুড়ি ঐতিহ্যবাহী বড়কালী মায়ের বাৎসরিক পুজো শুরু হল। সোমবার থেকে শুরু পূজা উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন জায়গার পুণ্যার্থীরা মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য এই মেলায় ভিড় জমায়। জানা গেছে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। মেলা চলবে পাঁচ দিনব্যাপী। মন্দির কমিটির সূত্রে জানা গেছে, এক হাজারের উপরে পাঠা এবং পাঁচ হাজারের অধিক পায়রা মায়ের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এখানে আগে টিনের ঘরে বড় কালী মায়ের পুজো হত কিন্তু এ বছর নতুন মন্দির তৈরি করা হয়েছে।

পথদুর্ঘটনা বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে অনুষ্ঠিত হল সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নবদ্বীপ থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। এদিন সকালে এই উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ দুর্ঘটনার থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে নবদ্বীপ পুলিশ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি -র উদ্যোগে নবদ্বীপ থানার পুলিশ আধিকারিক এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের সঙ্গে নিয়ে এক সুবিশাল সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এদিন নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকা ঘুরে ফের নবদ্বীপ থানায় এসে শেষ হয় । এদিনের এই সচেতনতা র‍্যালির থেকে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের হেলমেট পড়ার জন্য অনুরোধ করতে এবং সাথে একটি করে গোলাপ ফুল উপহার স্বরূপ তুলে দিতে দেখা গেল নবদ্বীপ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পুলিশ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি সহ থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ পুলিশ কর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়াররা। পুলিশের এহেন সচেতনতা মূলক র‍্যালি আয়োজনে খুশি শহরবাসী।

পাতি কলোনী ব্রিজের নিচ থেকে ডাকাতকে আটক করা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে শিলিগুড়ির জংশন পাতি কলোনী ব্রিজের নিচ থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। জানা গেছে মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের প্রধাননগর থানার পুলিশ। খবর ছিল প্রায় ৬-৭ জন ওই এলাকায় কোন এক জায়গায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতরা হল ১) বিশাল রায়, বয়স ৩২। বাড়ি ডিজেল কলোনী এলাকায় বাসিন্দা। ২) প্রীতম গুরুং, বয়স ২৭। মিরিকের বাসিন্দা ও গ্যাংটকের বাসিন্দা রাজীব সেওয়া, বয়স ৪২। তাদের কাছ থেকে ডাকাতি করার বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বাকিদের খোঁজ করছে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পাহাড়ে বনাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ন'দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করল গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বনদপ্তর। বুধবার শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকার একটি হোটেলে এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন GTA চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা। আজ থেকে এই কর্মশালা শুরু হয়েছে চলবে ২৩ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত। জানা গিয়েছে দার্জিলিং, ও কালিম্পঙ জেলার বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ১৫০ জন যুবক-যুবতী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। এখানে কম্পিউটার, হসপিটালিটি, বিউটিফিকেশন কোর্স, হস্তশিল্প, ফুড প্রসেসিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

Notice Inviting Tender

Notice Inviting E-Tender-05/2022-23 (3rd Call) vide memo no. 285/BNK/BCW Dt. 15/02/2023 By Project Officer-cum-District Welfare Officer, BCW & TD, Bankura. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer BCW & TD, Bankura.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. সিএও/সিএন/অতুটি/১৩৮০, তারিখ: ১৪.২.২০২৩। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডার (দুই প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। ... টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। ... (CON-115/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

... www.ireps.gov.in ... (MISC-338/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ২১৪_২০২২-২৩, তারিখ: ১৪.২.২০২৩। ... www.ireps.gov.in ...

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

... www.ireps.gov.in ... (SDAH-298/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

... www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। (ASN-196/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

HOWRAH GASES LIMITED
CIN :L27109WB1968PLC027399
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website : howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		Unaudited			Unaudited		Audited
		31.12.22	30.09.22	31.12.21	31.12.22	31.12.21	31.03.22
1	Total income from operations (Net)	67.30	225.48	168.66	340.66	660.97	720.90
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.78)	(11.21)	145.84	(35.93)	179.65	217.56
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.78)	(11.21)	145.84	(35.93)	179.65	197.56
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(8.78)	(11.21)	145.84	(35.93)	179.65	193.91
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) (comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(8.78)	(11.21)	145.84	(35.93)	179.65	209.09
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	5805.81
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	-0.27	-0.35	4.56	-1.12	5.61	6.53

Notes:
1) The above Un-Audited financial results for the Quarter and Nine Months ended on 31.12.2022 were reviewed by the Audit Committee and have approved by the Board of directors at their respective meetings held on 14.02.2023
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

On behalf of the Board of Directors
For, HOWRAH GASES LIMITED
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

Place : Kolkata
Date : 14th February, 2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** re-invites (2nd Call) item open quotation online for the following work:

NIT No. : KMC/S_D/DLPS/E/15/22-23

Name of the Work: **Repairing including replacement of damage bearings (both DE & NDE) and other works of (150 H.P./415 V) of Pump Unit No. 10 (capacity 55 cusec) at UDPS.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **27.02.2023 upto 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum, if any the same wibsite has to be seen.

The **CME (SWM), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/08/22-23

Name of the Work: **Supplying and spreading of sand at the active dump site for dousing of fire at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: **Rs. 2,83,654.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Price of Tender: **NIL.**

(2) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/09/22-23

Name of the Work: **Repairing of road infront of dozer shed at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: **Rs. 2,86,500.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Price of Tender: **NIL.** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **27.02.2023 (1.00 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **14.02.2023 (2.00 p.m.)** from the website **http://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (E), Ltg./Z-III, KMC** invites tender online two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/381

Name of the Work: **Temporary lighting arrangement for Sab-e-Barat Festival at Dr. Sudhir Bose Road, Iqbalpur Road, M. M. Ali Road, Dent Mission Road and in other places in Ward No. 77.** Estimated Amount: **Rs. 1,77,376.20.** Earnest Money: **3,600.00.** Period of Completion: **3 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/382

Name of the Work: **Temporary lighting arrangement for Sab-e-Barat Festival at M. B. G. Lane, Ekbalpur Road, Mominpore Road and in different places in Ward No. 78.** Estimated Amount: **Rs. 1,90,354.70.** Earnest Money: **4,000.00.** Period of Completion: **3 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.02.2023 upto 2.00 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Tender Opening Date and Time: **25.02.2023 at 2.00 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **13.02.2023 from 2.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/254/R1 (2nd Call)

Name of the Work: **Improvement and renovation of lighting arrangement for road indicating board in Ward No. 56.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,864.86.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.02.2023 at 12.00 noon.** The Technical Bid Opening Date and Time: **24.02.2023 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.02.2023 (6:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1093/22-23

১৮৯৭ দিন পরে টেস্ট ফিরছে রাজধানীতে!

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ২০১৭ সালের ২ ডিসেম্বর। শেষ বার টেস্ট খেলা হয়েছিল দিল্লির অরুণ জেটলি (তৎকালীন ফিরোজ শাহ কোটলা) স্টেডিয়ামে। ভারত-শ্রীলঙ্কা সেই টেস্টের দীর্ঘ ১৮৯৭ দিন পরে আবার টেস্ট হতে চলেছে রাজধানীতে। সেই কারণে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ৪০ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন। তার মধ্যে ২৪ হাজার টিকিট বিক্রির জন্য রেখেছিল দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। ৮ হাজার টিকিট সংস্থার সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। বাকি ৮ হাজার টিকিট রাখা হয়েছে অতিথিদের জন্য। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার যুগ্মসচিব রঞ্জন মনচন্দা সংবাদ সংস্থা

পিটিআইকে বলেছেন, ''সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টেস্টে কানায় কানায় স্টেডিয়াম ভর্তি থাকবে। এত দিন পরে দিল্লিতে টেস্ট হতে চলেছে। তাই উন্মাদনা বেশি।'' রঞ্জন আরও জানিয়েছেন, এখনও টিকিট কেনার জন্য লাইন পড়ছে। তাঁরা বার বার বলার পরেও দর্শকদের বোঝানো যাচ্ছে না যে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে টেস্টের উন্মাদনা বাড়ার আরও একটি কারণ ভারতের সাম্প্রতিক ফর্ম। নাগপুরে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস ও ১৩২ রানে হারিয়েছে ভারত। দিল্লিতে জিততে পারলে ২-০ এগিয়ে যাবেন রোহিত শর্মারা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার আরও কাছে পৌঁছে যাবেন তাঁরা। তাই দিল্লিতে টেস্ট শুরুর আগে থেকেই উৎসবের পরিবেশ।

রোহিতের নেতৃত্বে ইতিহাস

ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই এক নম্বর দল ভারত

দুবাই, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় ক্রিকেট। এই প্রথম টি-২০, ওডিআই ও টেস্ট তিন ফরম্যাটেই র‍্যাঙ্কিংয়ের মগডালে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের মাটিতে চলছে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে দুরমুশ করে ইনিংসে জিতেছে ভারত। তারপরই অজিদের সিংহাসনচ্যুত করে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পয়লা নম্বর স্থানে উঠে এল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে কখনও একসঙ্গে তিন ফরম্যাটে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছয়নি ভারতীয় দল। রোহিত শর্মার নেতৃত্বকালে সেই রেকর্ডও গড়া হয়ে গেল। ১১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে লাল বলের ফরম্যাটে মগডালে টিম ইন্ডিয়া। এছাড়া ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়েও ভারতীয় ক্রিকেটারদের উন্নতি ঘটেছে চোখে পড়ার মতো। ব্যাটার, বোলার, অলরাউন্ডারের বিভাগে কার র‍্যাঙ্কিংয়ে কতটা উন্নতি হল? গতমাসে নিউজিল্যান্ডকে ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে ওডিআই ফরম্যাটের শীর্ষে উঠে এসেছিল ভারত। টি-২০ ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখল করেছিল তার আগেই। এ বার টেস্ট ফরম্যাটেও শীর্ষে ভারত। ভারতের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ১১৫। পিছনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া (১১১), ইংল্যান্ড (১০৬)

এবং নিউজিল্যান্ড (১০০)। অস্ট্রেলিয়াকে পিছনে ফেলে লাল বলের ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখলের পাশাপাশি আইসিসি টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের স্থান আরও একটু মজবুত করে রাখল টিম ইন্ডিয়া। বর্ডার গাভাসকর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে শনিবার থেকে। দিল্লি টেস্টের আগে র‍্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি দলের সদস্যদের আরও উদ্বুদ্ধ করবে। ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন উঠে এসেছেন টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থানে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ২১ রেটিং পয়েন্ট পিছনে। নাগপুর টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনে এই অভিজ্ঞ অফস্পিনার ৩৭ রান খরচ করে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। তবে প্রথম আঘাত হেনেছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে তুলে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। তার মধ্যে রয়েছে স্টিভ স্মিথ ও মার্নাস লাবুশেনের উইকেট। দুই স্পিনারদের দাপটে নাগপুর টেস্ট হাসতে হাসতে জিতে নেয় ভারত। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি জাডেজা ৭০ রানের ইনিংসও খেলেন। এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জেরে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের পয়লা নম্বরে উঠে এসেছেন জাডেজা। তাঁর পয়েন্ট ৪২৪। ৩৫৮ পয়েন্ট নিয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে উঠে এসেছেন অশ্বিন।

বুধবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের প্র্যাকটিসের পর বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারী সহ সমস্ত খেলোয়াড়দের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া বাংলা বনাম সৌরাষ্ট্রের রঞ্জি ট্রফি ফাইনালের আগে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন সিএবির সভাপতি স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী সহ সিএবির সমস্ত কর্মকর্তারা। ম্যাচের আগের দিনের অনুশীলনে দেখা গেল মজার দৃশ্য। বাংলা দলের প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। সৌরাষ্ট্র তখনও প্র্যাক্টিস করছে। এরপরই দেখা গেল সৌরাষ্ট্র এবং বাংলার অধিনায়ককে এক ফ্রেমে। মনোজ তিওয়ারি এবং জয়দেব উনাদকাট দীর্ঘসময় কথা বললেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন।

টেনিস ছেড়ে ক্রিকেটে!

আরসিবিতে যোগ দিলেন সানিয়া মির্জা

বেঙ্গালুরু, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর টিমে যোগ দিলেন ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্ল সানিয়া মির্জা। প্রচুর ক্রিকেটার বন্ধু রয়েছে তাঁর। বিয়ে করেছেন ক্রিকেটারকে। এ বার নিজেও ক্রিকেটের আঙিনায়। টেনিস র‍্যাকেট পাকাপাকিভাবে তুলে রাখবেন এ মাসেই। আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন সানিয়া। খেলোয়াড় হিসেবে অবসরের পরবর্তী কেরিয়ারের পথটাও সুগম করে রাখলেন সানিয়া। তাহলে কি স্বামী শোয়েবের মতো ব্যাট হাতে নামবেন সানিয়া? নাহ্, ওসব ভাবনার কোনও জায়গা নেই। বিরাট কোহলির দল আরসিবিতে মেন্টর হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। দিন দুয়েক আগেই উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের অকশন হয়ে গিয়েছে। ঘোষিত হয়েছে ডব্লিউপিএল-এর পূর্ণ সূচি। মেয়েদের আইপিএল নিয়ে হইচইয়ের মধ্যে বড় চমক দিল আরসিবি। টেনিস সুন্দরীকেও দলে ভিড়িয়ে নিল বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। প্রথম উইমেন্স প্রিমিয়র লিগে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার কিনেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকায় তারা দলে নিয়েছে ভারতীয় দলের ওপেনার

স্মৃতি মান্ধানাকে। এরপর একে একে রেণুকা সিং, বাংলার রিচা ঘোষ, অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার এলিস পেরি, বেথ মুনিদের নিয়ে তারকাখচিত দল গড়ে ফেলেছে আরসিবি। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ট্রফি ঢোকেনি দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ঘরে। অথচ বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো তারকারা রয়্যালদের হয়ে দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন। তারকাখচিত দল নিয়েও ট্রফি না জেতার আক্ষেপ পূরণ করতে পারে আরসিবির ডব্লিউপিএল দল। স্মৃতি মান্ধানার নেতৃত্ব প্রথম ডব্লিউপিএল জয়ের স্বপ্ন দেখছে আরসিবি। লক্ষ্যপূরণ করতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না তারা। তাই ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্লের কাছে গিয়েছিল মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব। এমন সুযোগ না করার কোনও কারণ দেখেননি অবসরের দোরগোড়ায় থাকা ৩৬ বছরের সানিয়া। সানিয়া তাঁর দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিতে তৈরি। ক্রিকেটীয় কলাকৌশলের বাইরের বিষয় ও সমস্যা নিয়ে স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষ, রেণুকা সিংদের সাহায্য করবেন সানিয়া। চাপ সামলানোর দাওয়াই বাতলে দেবেন তিনি। ৬টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী টেনিসকে বিদায় জানানোর পর মেন্টর হিসেবে রিচা, স্মৃতিদের কতটা কাজে লাগতে পারেন সেদিকেই থাকবে চোখ।

আইপিএলে বিদেশি সরকারি বিনিয়োগ

বোর্ডের নয়া স্পনসর সৌদির পর্যটন বিভাগ

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ আরও ধনী হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সম্প্রতি মহিলাদের আইপিএলের সুবাদে প্রায় ৫৬৭০ কোটি টাকা এসেছে বিসিসিআইয়ের তহবিলে। এ বার পুরুষদের আইপিএলের জন্য নতুন স্পনসর বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে হাত মেলাল সৌদি আরব সরকারের পর্যটন দফতর। পুরুষদের আইপিএলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হল মধ্যপ্রাচ্যের সরকারি সংস্থাটি। বুধবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এই খবর জানিয়েছেন। কোনও বিদেশি সরকারি সংস্থা এই প্রথম আইপিএলের স্পনসর হল। শুক্ল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আজ সৌদি আরব টুরিজম অথরিটি আইপিএলের অন্যতম স্পনসর হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

সঙ্গে হাত মেলাল। আগামী দিনে দু'দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। বোর্ড সভাপতি জয় শাহ সৌদি আরব টুরিজম অথরিটির সভাপতি, বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার এবং আমার উপস্থিতিতে নতুন এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন।' সৌদি আরবের সরকারি সংস্থার সঙ্গে বোর্ডের কত টাকার চুক্তি হয়েছে তা জানানো হয়নি। মার্চের শেষের দিকে শুরু হতে পারে ২০২৩ সালের আইপিএল। গত ডিসেম্বরে নিলামে দল গুছিয়ে নিয়েছে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি। পাঞ্জাব কিংস ১৮.৫ কোটি টাকা কিনেছিল ইংল্যান্ডের স্যাম কারেনকে। আইপিএলের ইতিহাসে তিনিই সব থেকে দামি ক্রিকেটার। মহিলাদের আইপিএল থেকেও প্রত্যাশার থেকে বেশি আয় করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ১০০০ কোটি টাকায় সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করেছে বিসিসিআই। ৪৬৬৯.৯ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে মহিলাদের আইপিএলের পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। পুরুষদের আইপিএলের প্রধান স্পনসর টাটা গোষ্ঠী। আইপিএলের সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত রয়েছে রিল্যায়ান্স গোষ্ঠী। আদানি গোষ্ঠী সর্বোচ্চ ১২৮৯ কোটি দিয়ে কিনেছে মহিলাদের আমদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি। অর্থাৎ, দেশের প্রথম সারির তিন বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থা আগেই যুক্ত হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে। এ বার একটি বিদেশি সরকারি সংস্থাও বিনিয়োগ করল ভারতীয় ক্রিকেটে।

মারামারিতে জড়ালেন রাশিয়া-ইউক্রেনের ফুটবলাররা!

আনকারা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ গত দীর্ঘ এক বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্য যুদ্ধ হয়ে চলেছে। গত বছর এই ফেব্রুয়ারি মাসেই

ইউক্রেনের উপর হামলা চালায় রাশিয়া। হামলার তীব্রতায় বহু অঞ্চল ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় ভ্লাদিমির জেলেনস্কির দেশ। এখন প্রায় একবছর পর আবার সেই হামলার প্রতিচ্ছবি উঠতে দেখা গেল দুই দেশের ফুটবলারদের মধ্যে। নাহ, মাঠের মধ্যে ফুটবল ম্যাচে নয়, একটি হোটেলে দুই দেশের ফুটবলাররা জড়িয়ে পড়লেন মারামারিতে। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থা যে এখনও টালমাটাল হয়ে রয়েছে তা প্রমাণ করল দুই দেশের দুটি ফুটবল ক্লাব ও একগুচ্ছ ফুটবলার। গত সপ্তাহে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সাক্ষী থেকেছে তুরস্ক ও সিরিয়া। মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪০,০০০ এর গন্ডি পার করেছে। শঙ্কিত গোটা পৃথিবী। সেই ভূমিকম্প থেকে রক্ষে পাওয়ার জন্য রাশিয়ান ক্লাব শিনিক ইয়রোস্লোভ ও ইউক্রেনীয় ক্লাব এফসি মিনাজের খেলোয়াড়রা তুরস্কের একটি হোটেলে রয়েছেন। অভিযোগ এই যে, মিনাজের খেলোয়াড়রা হোটেল কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার পর রাশিয়ান খেলোয়াড়কে নিয়ে মন্তব্য করলে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ বিষয়ে ইউক্রেনের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট জরিয়া লন্ডনস্কের মতে, রাশিয়ান কিছু ফুটবলাররা মদ্যপান করেছিলেন। তার জেরেই গালিগালাজ করছিলেন। কিন্তু তাঁরা অভব্য আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। এই কারণেই এক ফুটবলারকে ঘুষি মারেন ইউক্রেনের এক ফুটবলার। তখনই দুটো টিমের প্লেয়াররা মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। রাশিয়ার এক মিডিয়া দাবি করেছে যে, এই হাতাহাতির ফলস্বরূপ তাদের ক্লাবের চার ফুটবলারদের শরীরের হাড় ভেঙে গিয়েছে। যদিও পরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশকে ডাকা হয় এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরকম ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যে ফুটবলাররা এইরকম একটি ঘটনাই পারস্পরিক বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। এ দিকে, এফসি মিনাজের পক্ষে পেশ করা বিবৃতিতে এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেছে ইউক্রেনীয় এই ক্লাবটি। তাদের বিবৃতি থেকেও একই তথ্য উঠে এসেছে যে রাশিয়ান ফুটবলাররা মদ্যপ অবস্থায় অভব্য আচরণ করেন এবং তাদের প্রতি উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন মিনাজের প্লেয়াররা। রাশিয়ান এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাও জানানো হয়েছে যে, মিনাজ খেলোয়াড়রা শিনিক খেলোয়াড়দের ইউক্রেনের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বাধ্য করেছিলেন। লিফটে মারধরও করা হয় শিনিক টিমের প্লেয়ারদের। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ গম্ভীর। দুই দেশের মধ্যের এই অশান্তি আবারও খবরের শীর্ষে আসায় বেশ চাপানউতোর শুরু হয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে।

২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল তিন দেশ

জুরিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ গত ডিসেম্বরেই শেষ হয়েছে কাতার বিশ্বকাপ। এর মধ্যেই দামামা বেজে গিয়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের। সেই বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডা। মঙ্গলবার রাতে ফিফা সরকারি ভাবে জানিয়ে দিল, তিন দেশই বিশ্বকাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছে। ফলে যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচ খেললেও সেই ফল বিবেচিত হবে না। আমেরিকা এবং মেক্সিকো প্রায় প্রতি বিশ্বকাপেই যোগ্যতা অর্জন করে। তবে কানাডার কাছে এটা দারুণ খবর। কাতারে ৩৬ বছর পর যোগ্যতা অর্জন করেছিল তারা। পরের বার নিজেদের ঘরের মাঠেই বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। মোট ১৬টি শহরে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা রয়েছে। মঙ্গলবার ফিফা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডা সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে যে কোনও দেশই চাইলে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে পারে। পরের বিশ্বকাপে এমনিতেই দেশের সংখ্যা বেড়ে ৪৮ হচ্ছে। এই তিন দেশ যোগ্যতা অর্জন করায় বিশ্বকাপের জন্য ৪৫টি দেশকে লড়াই করতে হবে।

প্রকাশিত

নিষ্প্রভ মেসি-নেইমার-এমবাপেরা, বায়ার্নের কাছে পিএসজির হার

প্যারিস, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ শুরু থেকেই ছিলেন লিওনেল মেসি ও নেইমার। বিরতির পর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন চোট নিয়ে আলোচনায় থাকা কিলিয়ান এমবাপেও। তবে এই তিন তারকা মিলেও পারেননি ঘরের মাঠে পিএসজিকে হার থেকে বাঁচাতে। চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। নিজেদের মাঠে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় কোণঠাসা হয়ে ছিল প্যারিসের ক্লাবটি। শেষ দিকে এমবাপে নামার পর অবশ্য কিছুটা গতি আসে পিএসজির খেলায়। অফসাইডে গোল বাতিল না হলে ফিরতে পারত সমতাও। তবে দিনটি যে পিএসজির ছিলই না। শেষ পর্যন্ত তাই হার নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন মেসি-নেইমার-এমবাপেরা। প্যারিসে এদিন শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় বায়ার্ন। বল পায়ে প্রথম মিনিট থেকে পিএসজির ডি-বক্সের আশপাশ থেকে হুমকি তৈরির চেষ্টা করে জার্মান ক্লাবটি। বায়ার্নের হাই-প্রেসিং ফুটবলের সামনে থিতু হতে কিছুটা সময় লাগে মেসি-নেইমারদের। চাপের মুখে পিএসজিকে এ সময় প্রতি-আক্রমণ নির্ভর খেলায় মনোযোগ দিতে হয়। শুরুতে মেসি একাধিক আক্রমণ তৈরি করলেও, তা আলোর মুখ দেখেনি। বায়ার্ন রক্ষণের আশপাশে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সেই প্রচেষ্টাগুলো। ফিনিশিং নিয়ে অবশ্য ভুগতে হচ্ছিল বায়ার্নকেও। চাপ তৈরি করেও তাই পিএসজিকে বিপদে ফেলতে পারছিল না

তারা। কিছুটা কৃতিত্ব অবশ্য পিএসজির রক্ষণকেও দিতে হবে। বার্য়ানের কিছু আক্রমণ দারুণভাবে রুখেছেন সের্হিও রামোসরা। ২৭ মিনিটে রামোস এগিয়ে এসে দারুণভাবে উদ্ধার করেন পিএসজিকে। মেসি-নেইমাররা অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন চেষ্টা ম্যাচে দাপট প্রতিষ্ঠার। তবে বায়ার্নের চাপে তা হয়ে ওঠেনি। এমনকি বায়ার্নের জাল লক্ষ্য করে প্রথমার্ধে একটা শটও নিতে পারেনি পিএসজি। দলটি অবশ্য চাইলে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারে। বায়ার্ন নিজেদের তৈরি করা সুযোগগুলো ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে প্রথমার্ধেই একাধিক গোল হজম করতে পারত পিএসজি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ডি-বক্সের কাছাকাছি থেকে পাওয়া ফ্রি-কিক মানব-দেয়ালে মেরে নষ্ট করেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এমবাপেকে দেখা যায় সাইডলাইনে গা গরম করতে। তবে মাঠের খেলা যেন প্রথমার্ধেরই পুনরাবৃত্তি। আলাদা কিছু করতে পারছিলেন না মেসি-নেইমারও। এই তারকারা খোলস ছেড়ে বেরোতে না পারলেও, বায়ার্ন ঠিকই পেয়ে যায় নিজেদের প্রাপ্য গোলটি। আলফোনসো ডেভিসের মাপা ক্রসে দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্য ভেদ করেন কিংসলে কোমান। গোল খেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে ৫৭ মিনিটে এমবাপেকে নামান পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের। তবে এমএনএম ত্রয়ী একসঙ্গে মাঠে নিজেদের ছাপ রাখতে পারছিলেন না। উল্টো চুপো-মোতিংয়ের প্রচেষ্টা বৃথা না গেলে দ্বিতীয় গোলটা প্রায় খেয়েই ফেলছিল পিএসজি। এরপর অবশ্য সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে পিএসজি। গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল পেতে ব্যর্থ হন এমবাপে। একই আক্রমণে গোল পাননি নেইমারও। এরপর এমবাপে গোল করলেও তা বাতিল হয় অফসাইডে। শেষ দিকে এমবাপের কারণেই মূলত গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারে পিএসজি। তবে চেষ্টা করেও মেলেনি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। পিএসজিকে মাঠ ছাড়তে হয়ে হার নিয়ে। রাতের অন্য ম্যাচে এসি মিলানের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে টটেনহাম।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501